



আজ লেনিনের
১৫৪তম জন্মদিবস
বিশেষ প্রতিবেদন
৩ এবং ৪ পৃষ্ঠায়

শপথ আমার রক্তলেখায়

তোমায় পুজোর ছলে যে তোমায়
ভুলেই গেছি কমরেড লেনিন/
তোমার মূর্তিকে করেছি পুজো
তোমার দেখানো পথ কে নয়/
আমার কীর্তি কলাপ দেখে
আড়াল থেকে হেসেছ তুমি/
বলেছিলে সদর দরজায় আগল
দিতে সময় মতো/
আগল তো দূর অন্ত, সদর দরজা
করেছি আগলহীন হাজারি দুরারী/
খোলা কপাট দিয়ে শোষক ঢুকেছে
মুখ ঢেকে আমার অন্দরমহলে/
সুযোগ বুঝে বিপ্লব করেছে তোমার
শেখানো নীতিকে/
ক্রমাগত ধর্ষণ করেছে তোমার
আদর্শকে জন্ম নিয়েছে লাখ
জারজ/
তাই আজ বিষণ্ণতায় ভুগছি
আমি, অবসর মনে খুঁজছি মুক্তির
পথ/
হে কমরেড যদি পার ক্ষমা
করো/
এ ভুল আর করবো না আমি/
তোমার মূর্তিকে নয়, তোমার
দেখান পথকেই সাজাবো আমি/
আবার লাল গোলাপ ফোটাব
শহরে গাঞ্জে গ্রামে প্রতিটি
বাগিচায়/
তোমার জন্মদিনে হে মহামতি
লেনিন, এ শপথ আমার
রক্তলেখায়।

—রা.মু.

ছুটি

ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে
আজ শনিবার ২২ এপ্রিল,
২০২৩ কালান্তর বন্ধ
ধাকবে। তাই রবিবার ২৩
এপ্রিল, ২০২৩ কালান্তর
পত্রিকা প্রকাশিত হবে না।
—প্রচার সচিব
কালান্তর

ঈদের দিন থেকে কমবে তাপমাত্রা, তুমুল ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস

স্টাফ রিপোর্টার : জ্বালাপোড়া
গরমের বুঝি ইতি হতে চলেছে।
দহনজ্বালা জুড়োবে স্বস্তির
বৃষ্টিতে। শুক্রবার বিকেলে সুখবর
দিল আলিপুর হাওয়া অফিস।
ঘূর্ণিবর্তের মেঘ ঘনিয়েছে
বঙ্গোপসাগরে। হু হু করে জলীয়
বাপ ঢুকবে বঙ্গে। আজ থেকেই
ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির
পূর্বাভাস বাংলায়। কমবে
তাপমাত্রাও।

হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস,
ঈদের দিন শনিবার থেকেই
বাংলায় তাপমাত্রা কমবে। গা
জ্বালানো গরমে তাপমাত্রা ৪০
ডিগ্রি সেলসিয়াসের গতি
ছাড়িয়েছিল। বর্ধমান, বাঁকুড়ায়
৪২ ডিগ্রি ছাপিয়ে গিয়েছিল
তাপমাত্রা। আগামীকাল থেকেই
পারদ পতনের সম্ভাবনা। কমবে
তাপপ্রবাহের তেজও।
আবহাওয়াবিদরা বলছেন,
আজ সকাল থেকেই মেঘলা
আকাশ ছিল কলকাতা ও
পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। সাগরদ্বীপ,
কাকদ্বীপে ঝিরিঝিরি বৃষ্টিও
হয়েছে। তাই আজ দিনের সবেচ্চ
২ পৃষ্ঠায় দেখুন



কলকাতা সংস্করণ

মহাকাশে

চলচ্চিত্র

প্রথমবারের মতো
মহাকাশে শুটিং
হওয়া চলচ্চিত্র
মুক্তি পেল
রাশিয়ায়
পৃষ্ঠা ৭



৫৬ বর্ষ □ ১৯২ সংখ্যা □ ২২ এপ্রিল, ২০২৩ □ ৮ বৈশাখ ১৪৩০ □ শনিবার ৩.০০ টাকা

Morning Daily • KALANTAR • Year 56 • Issue 192 • 22 April, 2023 • Saturday • Total Pages 8 • 3.00 Per day • Printed and Published from 30/6 Jhowtala Road, Kolkata-700017

প্রতিবাদ বিজ্ঞানীদের এ বার ডারউইন বাদ সিবিএসই-র বই থেকে

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল : ইতিহাস বই থেকে মোগল
যুগ সংক্রান্ত যাবতীয় অধ্যয়ন বাদ দেওয়ার পর এ বার
কোপ পড়ল বিজ্ঞান বইতে। সিবিএসই বোর্ডের দশম
শ্রেণির পাঠ্যক্রম থেকে চার্লস ডারউইনের
বিবর্তনবাদের তত্ত্ব বাদ দেওয়া হয়েছে। যার বিরুদ্ধে
প্রতিবাদে शामिल হয়েছেন বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান শিক্ষক
এবং বিশেষজ্ঞেরা। খোলা চিঠি দিয়ে তাঁরা এ বিষয়ে
উদ্বিগ্ন প্রকাশ করেছেন। সিবিএসই বোর্ডের দশম
শ্রেণির বই থেকে বিবর্তনবাদের অধ্যয়নটি সম্প্রতি বাদ
দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এনসিইআরটি। দেশের নানা
প্রান্তের বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একজোট
হয়েছেন। তাঁরা খোলা চিঠি দিয়ে প্রতিবাদও
জানিয়েছেন। চিঠিতে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন,
ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞানের বোধ গড়ে তোলার জন্য
বিবর্তন বিষয়ক জ্ঞান জরুরি। তা না থাকলে তাদের
বিজ্ঞান শিক্ষায় খামতি থেকে যাবে। এ ভাবে শিক্ষায়
বঞ্চনা ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে প্রতারণার সমিল বলেও
উদ্বিগ্ন প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞেরা। ব্রেকফ্র সোসাইটি
নামে দেশের একটি স্বেচ্ছাসেবী বিজ্ঞান

সংগঠনের তরফে এনসিইআরটি-র উদ্দেশ্যে খোলা
চিঠি পাঠানো হয়েছে। ওই চিঠিতে সিবিএসই বোর্ডের
মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রমে ডারউইনের বিবর্তনবাদ
ফিরিয়ে আনার দাবি জানানো হয়েছে। চিঠিতে স্বাক্ষর
করেছেন ১৮০০ বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান শিক্ষক এবং
বিশেষজ্ঞ। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আইআইটি,
আইআইএসসিআর, টাটা ইনস্টিটিউটের মতো দেশের
বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞেরা। ওই চিঠিতে বলা হয়েছে,
বিবর্তনের জ্ঞান শুধু বিজ্ঞান নয়, আমাদের চারপাশের
পৃথিবীটাকে বোঝার জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞান
এবং দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন দিকগুলি বুঝতে,
সিদ্ধান্ত নিতে ডারউইনের তত্ত্ব কার্যকর। সিবিএসই-র
দশমের বিজ্ঞান বইতে এত দিন নবম অধ্যায়ে
ডারউইনের তত্ত্বের কথা পড়ানো হত। অধ্যায়টির নাম
ছিল বংশগতি এবং বিবর্তন। বর্তমানে অধ্যায়টি থেকে
বিবর্তনের বিষয় বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। অধ্যায়ের
নতুন নাম হয়েছে বংশগতি। তার প্রতিবাদেই সরব
হয়েছে বিজ্ঞান মহল।

রামনবমীতে হিংসা, রাজ্য পুলিশের ডিজির কাছে নোটস পাঠাল মানবাধিকার কমিশন

স্টাফ রিপোর্টার : এবার
রামনবমীর অশান্তির ঘটনায়
এবার নয়। মোড়া রাজ্য পুলিশের
ডিরেক্টর জেনারেলের কাছে
নোটশ পাঠাল জাতীয়
মানবাধিকার কমিশন। হাওড়া
পুলিসের কাছেও এই নোটশ
পাঠানো হয়েছে। রামনবমীর
শান্তিপূর্ণ মিছিলে হামলা চালানো
হয়েছিল বলে অভিযোগ
উঠেছিল। সেই মোতাবেক নালিশ
করা হয়েছিল মানবাধিকার
কমিশনের কাছেও। তারই
পরিপ্রেক্ষিতে এবার রাজ্য
পুলিসের ডিজি ও হাওড়া পুলিস
কমিশনারের কাছে নোটশ
পাঠানো হল। সেক্ষেত্রে এবার
রাজ্য পুলিস এনিমে কী জবাব
দেয় সেটাই এখন দেখার।
গত ৩০ মার্চ। হাওড়ার
শিবপুরে রামনবমীর মিছিল
বেরিয়েছিল। আর সেই মিছিলের
উপর হামলা চালানো হয়েছিল

বলে অভিযোগ উঠেছিল। এনিমে
চাপানউত্তোর একেবারে তুঙ্গে
ওঠে। এনিমে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে
গিয়ে তদন্তের আবেদন জানিয়ে
কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ
হয়েছিলেন রাজ্যের বিরোধী
দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেই
শুনানি চলাকালীন ভারপ্রাপ্ত
প্রধান বিচারপতি জানিয়েছিলেন,
এই ঘটনায় হাওড়া সিটি
পুলিসের তরফে যে রিপোর্ট
আদালতে জমা পড়েছে তাতে
স্পষ্ট যে ব্যাপক অশান্তি হয়েছিল।
প্রতি বছর একই ঘটনা হলেও
তার রুখতে ব্যর্থ পুলিস।
এদিকে রাজ্য সরকারের
তরফে আইনজীবী
জানিয়েছিলেন, হকি স্টিক,
তলোয়ার, আগ্নেয়াস্ত্র দেখা
গিয়েছিল এই রাম নবমীর
মিছিলে।
তবে রাম নবমীর ঘটনার পর
থেকেই কার্যত আরও সতর্ক হয়ে

গিয়েছে পুলিস। আগামী দিনে
সেই অশান্তির ঘটনার পুনরাবৃত্তি
যাতে না হয় সেটা দেখা হচ্ছে।
সেবারেই এবার ইদের আগে
বাড়তি নজরদারি রাখা হচ্ছে।
বিভিন্ন জায়গায় চলছে টহলদারি।
ড্রোন দিয়েও নজরদারি চলছে
পুরোদেশে।
শিবপুর এলাকায় চালানো হচ্ছে
ড্রোন দিয়ে নজরদারি। মূলত
পালটা যাতে কোনও অশান্তি না
হয় সেটাই দেখা হচ্ছে। বিভিন্ন
এলাকায় পুলিস অত্যন্ত
সতর্কভাবে নজর রাখছে।
এদিকে রামনবমীর মিছিলে
একাধিক বহুতল থেকে ইট ছোড়া
হয়েছিল বলে অভিযোগ।
সেবারেই ড্রোনের মাধ্যমে দেখা
হচ্ছে বহুতলের ছাদে কিছু মজুত
রাখা হয়েছে কি না। মূলত
আড়াল থেকে যাতে কোনও
অশান্তি পাকানো না হয় সেটা
দেখা হচ্ছে।

করোনায় কলকাতায় মৃত্যু একদিনে ৩

স্টাফ রিপোর্টার : উত্তরভারত জুড়ে
প্রবল দাবদাহের মধ্যে ফের
তেড়েফুঁড়ে উঠছে করোনা। দেশে
ইতিমধ্যে দৈনিক সংক্রমণ
১০০০০ এর গতি ছাড়িয়েছে।
তারই মধ্যে কলকাতার বেলেঘাটা
আইডি হাসপাতাল থেকে এল
আশঙ্কার খবর। সেখানে করোনা
আক্রান্ত হয়ে শুক্রবার মৃত্যু হয়েছে
৩ জনের। প্রয়াতদের প্রত্যেকের
বয়স ৮০-র ওপরে। তাঁদের
কুসংস্কৃতি সংক্রমণ ছিল বলে জানা
গিয়েছে।

বেলেঘাটা আইডি হাসপাতাল
সূত্রে খবর, নিহতরা হলেন
কলকাতা লাগোয়া পাটুলির
বাসিন্দা সুন্দরী ঘোষ (৯৩),
দমদমের বাসিন্দা সুবীরকুমার কর
(৮০) ও খড়দার বাসিন্দা আরতি
দাস (৯২)। আগে থেকেই তাঁরা
বার্ধক্যজনিত নানা অসুস্থতায়
ভুগছিলেন। ছিল বৃক্ক সংক্রমণ।
তার মধ্যেই করোনায় সংক্রমিত
হন তাঁরা।
দেশের সঙ্গে রাজ্যেও দৈনিক
করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে।
রাজ্যে দৈনিক করোনা আক্রান্তের
সংখ্যা ১০০ পার করেছে
মঙ্গলবার। হাসপাতালে ভর্তি ৪০
জন। পরিস্থিতি দেখে ফের মান্দ্র
পরার পরামর্শ দিয়েছে স্বাস্থ্য
দফতর। সঙ্গে বাড়ানো হয়েছে
নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা।

ডিএ বৈঠকের নিট ফল শূন্য

মুখ্যমন্ত্রীর পাড়ায় মহামিছিলের ডাক

স্টাফ রিপোর্টার : ডিএ
আন্দোলনকারীদের সঙ্গে রাজ্য
সরকারকে বৈঠকে বসার নির্দেশ
দিয়েছিল হাইকোর্ট। গত ১৭
এপ্রিল এ ব্যাপারে ১০ দিনের
সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল
আদালত। শুক্রবার নব্বাের ১৬
তলায় সেই বৈঠক হয়। তারপর
বাইরে এসে যৌথমঞ্চের
আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ জানিয়ে
দিলেন, বৈঠকের নিট ফল শূন্য।
রাজ্য সরকার বকেয়া মহার্ঘতাতা
মেটানোর ব্যাপারে কোনও
আশ্বাস দিতে পারেনি।
সেইসঙ্গে নব্বাের সামনে
দাঁড়িয়েই পরবর্তী আন্দোলনের
কর্মসূচি ঘোষণা করে দিলেন
যৌথমঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর
ঘোষ। শহিদ মিনার তল্লাটে
যেমন অবস্থান চলছে তেমন
চলবে। আগামী ৬ মে
মহামিছিলের কর্মসূচি ঘোষণা
করল যৌথমঞ্চ। সেই মিছিলের

জায়গাও তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে
করছেন রাজনৈতিক মহলের
অনেকে।
এদিন ভাস্কর ঘোষকে
থেকে কোন জায়গা পর্যন্ত মিছিল
হবে? জবাবে তিনি বলেন,
হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের সামনে
দিয়ে মিছিল যাবে। ঘটনা হল,
হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটেই মুখ্যমন্ত্রী
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি।
এদিন আন্দোলনকারী
বলেন, আমরা রাজ্য সরকারকে
বলেছি, তহবিলে যে সংকটের
কথা বলা হচ্ছে তা কখনওই
সত্য নয়। আর আপনারা
যেভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা
আটকে রাখার কথা বলছেন
তাও গ্রহণযোগ্য নয়।
ভাস্করবাবু বলেন, কেন্দ্রীয়
সরকার টাকা আটকে রেখেছে
১০০ দিনের কাজে, সড়ক
যোজনা, আবাস যোজনার

খাতে। এরসঙ্গে কর্মচারীদের
মহার্ঘভাতার কী সম্পর্ক?
এ ব্যাপারে অবশ্য আগে
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
বলেছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকার
টাকা আটকে রাখার ফলে রাজ্য
সরকারকে নিজেদের খরচে
সামাজিক পরিষেবা ও
পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ
করতে হচ্ছে। যদিও সেই যুক্তি
মানতে চাননি ডিএ আন্দোলন-
কারীরা। আন্দোলনকারীদের
আরও বক্তব্য, তাঁরা বৈঠকে
আইএএস অফিসারদের
বলেছেন, আপনারা ৪২ শতাংশ
মহার্ঘভাতা পাচ্ছেন। অথচ একই
বাজার থেকে বাজার করি
আমরাও। আমরা পাচ্ছি ৬
শতাংশ। এটা কি সঠিক বিচার
হচ্ছে? এদিনের বৈঠকে ছিলেন
মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী,
স্বরাষ্ট্র সচিব বিপি গোপালিকা
এবং অর্থসচিব মনোজ পস্ব।

উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনে সর্বদলীয় সমর্থনে সরগরম খড়গপুরে রেল নগরী

সংবাদদাতা : খড়গপুরে প্রায়
আই লক্ষ মানুষের রুজি
রুটির জায়গা খড়গপুর রেল
নগরী। প্রধানমন্ত্রীর অমৃত

ভারত প্রকল্পের নামে খড়গপুরে
রেলের পক্ষে তাঁদের কোনো
বিকল্প ব্যবস্থা না করে পুরো
বিষয়টিকে করপোরেট হস্তান্তর

করার প্রক্রিয়া চলেছে। শুরু
হয়েছে ব্যাপক উচ্ছেদ। কেবল
উচ্ছেদই নয়, পদাধিকাররা
ব্যক্তিগতভাবেও দোকান ভেঙে

দিচ্ছেন বা উল্টে ফেলে
দিচ্ছেন। এই নিয়ে বুধবার
থেকে শুক্রবার পর্যন্ত প্রথমে
দোকানিদের পরে সর্বদলীয়

প্রতিবাদ বিক্ষোভে সরগরম
হয়ে উঠেছে রেল নগরী।
গত বুধবার খড়গপুর
বোগদায় এক গরিব
দোকানদারের দোকানটি রেল
অধিকারিকগণ নালির উপর
ফেলে দেন। তার প্রতিবাদে
দোকানদাররা রেলের আই ও
ডাবলু অফিস রাত্রি ৮ পর্যন্ত
ঘেরাও করে রাখেন, আই ও
ডাবলুকে অবিলম্বে দোকানটি
মেরামত করে দিতে হবে এই
দাবিতে সবার সহমত পোষণ
করেন। শুক্রবার এক সর্বদলীয়
প্রতিনিধি দল খড়গপুর রেলের
দোকান উচ্ছেদের প্রতিবাদে
রেল অধিকারিক রাজীব
চৌধুরীর সাথে সাক্ষাৎ করেন।
প্রতিনিধি দলে ছিলেন
সিপিআই'র বিপ্লব ভট্ট,
সিপিআইএমের দিলীপ দে,
জাতীয় কংগ্রেসের মধু কামী,
তৃণমূল কংগ্রেসের তপন
সেনগুপ্ত। তাঁরা দাবি করেন

দেখান। শুরু থেকেই খড়গপুর
এর সমস্ত রাজনৈতিক দলের
নেতৃত্ব এই বিক্ষোভে সামিল
হন। অবিলম্বে বিকল্প ব্যবস্থা না
করে উচ্ছেদ করা যাবে না এই
দাবিতে সবার সহমত পোষণ
করেন। শুক্রবার এক সর্বদলীয়
প্রতিনিধি দল খড়গপুর রেলের
দোকান উচ্ছেদের প্রতিবাদে
রেল অধিকারিক রাজীব
চৌধুরীর সাথে সাক্ষাৎ করেন।
প্রতিনিধি দলে ছিলেন
সিপিআই'র বিপ্লব ভট্ট,
সিপিআইএমের দিলীপ দে,
জাতীয় কংগ্রেসের মধু কামী,
তৃণমূল কংগ্রেসের তপন
সেনগুপ্ত। তাঁরা দাবি করেন

বিকল্প ব্যবস্থা না করে কর্পোরেট
হস্তান্তর করা যাবে না। যারা
দীর্ঘ ৬০-৭০ বছর ধরে তাদের
ব্যাবসা বাণিজ্য করে
আসছেন, তাদের উচ্ছেদ
করলে তাদের পরিবার না
থেকে মারা যাবেন। খড়গপুরে
প্রায় আই লক্ষ মানুষের রুজি
রুটির জায়গা খড়গপুর রেল
নগরী। ফলে আলোচনা ছাড়া
উচ্ছেদ করতে এলে প্রতিরোধ
হবে। রেল কর্তৃপক্ষ আশ্বাস
দেন বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে
দেখা হবে। আন্দোলনকারীরা
বলেন, সুরাহা নাহলে বৃহত্তর
লড়ায়ে নামতে বাধ্য হবেন
তাঁরা।



(বামদিকে) বিক্ষোভকারীদের মাঝে শ্রমিকনেতা বিপ্লব ভট্ট। (ডানদিকে) শুক্রবার খড়গপুর রেল আধিকারিক সকাশে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল।

ফটো : নিজস্ব

ভিতরের পাতায়

□ কৌন্তভের বাড়িতে ১ মাস সিআইএসএফ নিরাপত্তা। পৃষ্ঠা : ২ □ গুজরাত দাঙ্গার বহু ঘটনার দোষীদের সাজা হয়নি। পৃষ্ঠা : ৫ □ কিউবায় পুননির্বাচিত দিয়াজ ক্যানেল। পৃষ্ঠা : ৭

মেয়েদের দুনিয়া

প্রসঙ্গ নারীমুক্তি – ফিরে দেখা কমান্দান্তে লেনিন

অহনা গাঙ্গুলি



লেনিন ও বিপ্লবের নেত্রীরা

লেনিনকে সব চাইতে সম্পৃষ্টভাবে দেখা যায় মার্ক্সবাদের লেঙ্গে। এই লেঙ্গে দেখতে পারার গোড়াকার শর্ত, পৃথিবীকে প্রথমবার সমাজতন্ত্র উপহার দেওয়ার মরণপণ যুদ্ধের অবিসংবাদী নেতা হলেও, মহামতি লেনিনকে কোনও পরাবাস্তব, অতিমানবীয় ব্যক্তিবিশেষ হিসেবে না দেখা। আমাদের এই আলোচনা লেনিনকে দেখবে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ ইতিহাসের পাতায়, বলশেভিক পার্টিকে সুদৃঢ় করতে পারার কলমে এবং অবশ্যই বিপ্লব সঙ্ঘটিত করার ঐতিহাসিক অনুম্মে। এই পর্যায়ক্রমে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে সংগঠিত সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক (পরবর্তীতে কমিউনিস্ট) আন্দোলনে নারীদের অংশীদারিত্ব এবং সেই কর্মযজ্ঞের নেতৃত্ব প্রদানে লেনিনের ভূমিকা-নারীমুক্তি প্রসঙ্গে তাঁর প্রাথমিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ধারণা দেবে। সবটা নয়, নিশ্চয়ই। বাকিটা জরমেও এগিয়ে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করব। সোভিয়েত রাশিয়ায় শ্রমিকশ্রেণির মহিলাদের অবস্থান ও রাজনৈতিক গুরুত্ব বুঝতে গেলে, খুব অল্প হলেও, জায়গা দিতেই হবে বিপ্লব-পূর্ব রাশিয়ায় মহিলাদের অবস্থানকে। ১৯১৭ সালের আগে পর্যন্ত জার-শাসিত রাশিয়ার একটি বড় অংশের মানুষ নিযুক্ত ছিলেন কৃষিকাজে, তাঁদের বাসস্থান মূলত কেন্দ্রীভূত ছিল গ্রাম-রাশিয়ায়। কেবল আঠেরো শতকের শেষভাগ থেকে উনিশ শতকের শেষার্ধ্বে এই ১০০ বছরের মধ্যে রাশিয়া ৫১টি ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখেছিল। খিদে মানুষের নিত্যসঙ্গী হয়ে গিয়েছিল, যার কোনও সুরাহার আশা রাশিয়ার জনগণ প্রায় ভাগ্য করেছিলেন। পুঁজির অসম বিকাশ এবং সামন্ততন্ত্রের মজবুত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে থাকা এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে স্বভাবতই মহিলারা ছিলেন পুরুষদের সম্পত্তিস্বরূপ। জারের আইনমতে মহিলারা তাদের পরিবারের ঘোষিত দাস এবং আদেশের কোনওরকম অন্যথা ঘটলে আইনত তাদের শারীরিক নির্যাতনের মাধ্যমে শাস্তি দেওয়ার বিধান রাখা ছিল। উল্লেখযোগ্য বিষয়, এই বিধানগুলি সংগঠিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ গির্জা এবং ভূ-স্বামীদের যৌথ উদ্যোগে প্রণয়ন করা হত। এর সঙ্গে প্রতি বসন্ত ডেকে আনত দুর্বিষহ পরিবাস্ত, একটু কৃষিকাজের আশায় বা ছোটখাটো কোনও কলকারখানায় একটু কাজ পাওয়ার জন্য। এনাদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি ছিলেন শিশু ও মহিলা শ্রমিক, যাঁরা মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে চলে যেতেন দক্ষিণ রাশিয়ার ডন অর্মে, তাভরিয়া, জেকাটেরিনোভ্লাড প্রভৃতি জায়গায়। ১৮৯৭ সালের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, রাশিয়ার মোট মহিলা জনসংখ্যার মাত্র ১৩.১ শতাংশ স্বাক্ষর ছিলেন। ১৮৯৬ থেকে ১৮৯৯ জুড়ে Development of Capitalism in Russia লিখতে গিয়ে লেনিন বারবার বিশ্লেষণ করেছেন, রাশিয়ায় শ্রমিকশ্রেণির পরিস্থিতির মধ্যেও মহিলাদের

উপর শোষণের দ্বিগুণ মাত্রার কথা। প্রতিটি পরিবারের মেয়ে এবং শিশুরা একাধারে গৃহস্থালির কাজকর্মে শ্রমনিয়োগ করতেন, অন্যদিকে তাদের প্রতিদিন খাটতে হত মাঠে-খেতে-খামারে। পূর্ণ শারীরিক বিকাশের বহু আগেই তাঁরা একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের থেকে বহুগুণে অধিক পরিশ্রমের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করতে বাধ্য হতেন। লেনিনের উপরোক্ত দলিলে উঠে এসেছে ১২-১৪ বছরের মেয়েদের ১৮ ঘণ্টার উপর দৈনিক কাজ করার বদলে নামমাত্র মজুরি পাওয়া এবং প্রতি মুহূর্তে মালিকদের লালসার শিকার হওয়ার মর্মান্তিক ঘটনাসমূহ।

লেনিনের আলোচনার মধ্যে একথাও উঠে আসে, কলকারখানাসহ সামগ্রিক শিল্পের বিকাশ, অসামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও, এই বদল মহিলাদের সমাজজীবনে বেশ কিছু দৃশ্যমান পরিবর্তন নিয়ে আসে। এই আর্থ-সামাজিক প্রগতিশীলতা ব্যক্তিগত বলে বিবেচিত গণ্ডির বাইরে মহিলাদের টেনে আনে। উৎপাদনব্যবস্থার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আরও সরাসরি হয়ে উঠতে থাকায় পুরুষতন্ত্রের ব্যালো দেওয়া সম্পর্কগুলো ছাপিয়ে গিয়ে সমাজের পরিসরে একজন স্বতন্ত্র শ্রমিক হিসেবে নিজের জায়গা তৈরি করতে সক্ষম হন শ্রমিকশ্রেণির মহিলারা। লেনিন লিখেছেন, By destroying the patriarchal isolation of these categories of the population who formerly never emerged from the narrow circle of domestic, family relationships, by drawing them into direct participation in social production, large-scale machine industry stimulates their development and increases their independence, in other words, creates conditions of life that are incomparably superior to the patriarchal immobility of pre-capitalist relations.

বাড়তি দৃষ্টিনিষ্ক্ষেপ ছাড়া কালের নিয়মে একদিন লিঙ্গসমস্যা ফিটে যাবে, এরকম স্বাবর কোনও ভাবনার বৃক্ষরোপণ করে থাকলে, লেনিন তাঁর একের পর এক লেখনীতে এই আলোচনা আনার প্রয়োজন বোধ করতেন না। শ্রমিকশ্রেণির তৎকালীন অবস্থা বুঝতে গিয়ে, তার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে, মহিলাদের কথা আর তাদের উপর ঘটে যাওয়া গুরুতর শোষণের কথা লেনিন তাঁর ভাবনায়, লেখায় এবং সংগঠনের কাজের মধ্যে রেখেছিলেন। বলশেভিক পার্টিতে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথমবার এত সংখ্যক মহিলাদের অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে দেখা যায়। বলাই বাহুল্য, এই বলশেভিক পার্টির মতাদর্শ ও সাংগঠনিক নেতৃত্বে একেবারে সামনের সারিতে ছিলেন লেনিন। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ জুড়ে শ্রেণিসংগ্রামের প্রতিটি স্তরে, কোণায়, দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ছাপ রেখেছেন মহিলা কমরেডরা, নেত্রীরা এবং অবশ্যই অভাবনীয় সাহসী মহিলা শ্রমিকেরা। তবে এনাদের জঙ্গি লড়াই শুধুই এই

নয় মাসের একত্রিত শ্রেণিসম্পদ, তা একেবারেই নয় লেনিনের নেতৃত্বাধীন বলশেভিক পার্টি তার আগে প্রায় এক দশকের কাছাকাছি সময় ধরে রাশিয়ার প্রতিটি শ্রমনিবিড় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সদ্য অঙ্কুরোদগমরত এগিয়ে থাকা মহিলা শ্রমিকদের রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়ানোর কাজে বাড়তি গুরুত্ব দেন। তাঁদের সংগঠিত করে বলশেভিক পার্টির দায়িত্বশীল পদগুলিকে আরও ফলপ্রসূ করে তোলেন মহিলা নেতৃত্বের সুচারু হস্তক্ষেপে। একথা অচিরে বলা যায়, এই ধরনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবেচনা ও পরিকল্পনা ছাড়া বলশেভিকদের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা সম্ভব হত না এমনই অসংখ্য সংবেদনশীল পদক্ষেপ উন্মোচিত করেছে শ্রেণিসচেতনতা এবং শ্রমিকশ্রেণির একতাবোধগুলি। অতীতের সমস্ত নথি ছাপিয়ে গিয়ে এবার আর শুধুই জাতিগত বিভাজন নয়, এই আরোহণ ভিজিয়ে দিয়ে গেছে লিঙ্গভিত্তিক ভেদাভেদ। ঠিক এই দৃষ্টিভঙ্গিই শ্রমিকশ্রেণির চোখ থেকে বুজোয়া উদারপন্থী নারীবাদের অলীক পর্দা উন্মোচিত করতে পেরেছিল। শ্রমিকশ্রেণির মহিলারা সহজেই বুঝেছিলেন, মুখে সমানার্থিকারের কথা বললেও বুজোয়া মহিলারা কোনওদিন রাষ্ট্রের শ্রমিক-বিরোধী নীতিগুলি সম্বন্ধে একটি টু শব্দ করেনি। অথচ জারের ভয়াল জাতীয় নীতিগুলির জনেই দারিদ্র্য এবং অধীনতায় জরাজীর্ণ হয়ে এতদিন ধরে ইতিহাসের বকলমে পড়েছিলেন অপার ক্ষমতাশীল লড়াই মহিলা শ্রমিকরা।

উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে মিখাইল ইভানোভিচ ব্রুসেনেভের পাঠ্যক্রমে যোগদান করেন একের পর এক মহিলারা। মাস্ত্রীয় দর্শনের চর্চা, রাশিয়ায় আগামীদিনে বিপ্লবের পথ রূপায়ণ সহ শোষিত মানুষের মুক্তির বিশ্বজোড়া রাজপথ নির্মাণ করার মতো সাংঘাতিক কঠিন এবং দৃঢ় কাজে নিপুণভাবে অংশ নেন মহিলারা। বিপ্লবী মহিলাদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল মূলত কলে-কারখানায় ছড়িয়ে গিয়ে মহিলা শ্রমিকদের সংগঠিত করা। কিন্তু এই কাজ খুব দ্রুত বিস্তারলাভ করতে থাকে মহিলা-দর্জি, গৃহ পরিচারিকা, শহরতলির দিকে খেতমজুর মহিলাদের মধ্যে (Revolutionary Women in Russia 1870-1917 – Anna Hillyar and Jane McDermid, p. 64)। এঁাদের মধ্যে অন্যতম দক্ষ তাত্ত্বিক ও সংগঠক ছিলেন নাদেজা ক্রুপস্কায়া, সোফিয়া পমেরানেন্টস পেরাজিক, রাডোসেকো, নেভজোরোভা, লাকুবোভা, কাটােসওয়া নাভাশা প্রমুখ। এঁদের নেতৃত্বে পাঠ্যক্রমে দীর্ঘসময় ধরে চলা আলোচনাগুলোয় আলোকিত

নেত্রীর কথা বলতেই হবে

আমাদের। ইতিহাস তাঁকে লেনিনের স্ত্রী নামক উঠোন ছাড়া কোথাও জায়গা দেয়নি, তাই আরও বেশি করে বলতে হবে ওনার কথা লেনিনের নেতৃত্বে আরও মহিলা কমরেডদের সঙ্গে সঙ্গে নাদেজা ক্রুপস্কায়ার ভূমিকাও নারীমুক্তির প্রসঙ্গে লেনিনকে চিনতে সাহায্য করতে পারে বলেই মনে করি।

কমরেড ক্রুপস্কায়াও সাক্ষী ছিলেন এক জরাজীর্ণ রাশিয়ায়। পিটাসবার্গের টেক্সটাইল কারখানাগুলোয় আধপেটা শিশুর পাশবিক শ্রম, স্কুলের ঘণ্টা কোনওদিন না শুনতে পাওয়া শৈশব আর অপুষ্টি-কমরেড ক্রুপস্কায়ে তৈরি করেছে। ১৯১০ সালে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রাঙ্গণ থেকেই এই উদ্যোগের সহকারী প্রতিষ্ঠাতা কমরেড নাদেজদা। রাবোনিসার পাতায় পাতায় উজ্জ্বল সাক্ষর রেখেছেন তিনি, কীভাবে টেক্সটাইল শিল্পের শ্রমিক মহিলাদের নেতৃত্বে ১৯১৭-র বিপ্লব সলতে পাকিয়েছিল। শিক্ষাবিদ হিসেবে সর্বজনবিদিত এই কমরেড ১৯১৭-র নভেম্বরে পিপলস কমিসার অফ এডুকেশন অ্যান্ড এনলাইটেনমেন্ট-এ যোগ দেন ডেপুটি হিসেবে। প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিশুশিক্ষার প্রসার বিষয়ের উপর তাঁকে জোর দেওয়ার দায়িত্ব মেয় পার্টি। সোভিয়েত রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক কর্মসূচির একটি অত্যন্ত জরুরি অংশ লেবেন ক্রুপস্কায়া, যেখানে বিপ্লব পরবর্তী রাশিয়ার শিশুদের ভবিষ্যত কীরকম হবে তার স্পষ্ট রূপরেখা টানা হয়, The task of the Party at the present moment is mainly to carry on ideological and educational work for the purpose of finally stamping out all traces of the former inequality and prejudices, especially among the backward strata of the proletariat and the peasantry and their hungry children. Not satisfied with the formal equality of women, the Party strives to free women from the material burden of obsolete domestic economy, by replacing this with the house-communes, public dining-halls, central laundries, crèches, etc. (Political Program of the CPSU, 1919)। ১৯২০-র ওরা নভেম্বরের মধ্যেই ক্রুপস্কায়া সফলতার সঙ্গে গঠন করেন রাশিয়ার প্রথম উন্মুক্ত জয়েন্ট লাইব্রেরি নেটওয়ার্ক। ১৯২৯ সাল থেকে আমৃত্যু সোভিয়েত রাশিয়ার ডেপুটি শিক্ষামন্ত্রকের দায়ভার সামলে আসেন।

ইতিহাসে নারীর অবস্থান, সমাজের প্রগতির প্রশ্নে নারীর ভূমিকা ও দায়িত্ব, সমাজ পরিবর্তনে তার অংশীদারিত্ব এবং সমাজ বদলের পরে তার নতুন অবয়বঃ প্রতিটি বিষয়ের উপর দর্শন, অর্থনৈতিক পর্যালোচনা, সমাজবিজ্ঞান, রাজনৈতিক চর্চা, ইতিহাস-রচনা প্রভৃতি অত্যন্ত কম। আজ থেকে ১০৬ বছর আগে

প্রায় ছিল না বললেই চলে। এমন একটি প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে বলশেভিক পার্টির যে কমরেডকে দিয়ে এই পর্যায়ের আলোচনা শেষ করব, তিনি সম্ভবত সবচেয়ে বেশি কৌতূহলোদ্দীপক মানুষ। আলেকজান্দ্রা কলোন্তাই। A Sexually emancipated communist woman-এভাবেই নিজেকে ব্যাখ্যা করতেন তিনি। বলশেভিক পার্টির ভিতর মহিলাদের অবস্থান সম্পর্কে সর্বোচ্চ উচ্চতার তাত্ত্বিক ঃ কমরেড আলেকজান্দ্রা কলোন্তাই। গণ-আন্দোলনের জন্য মহিলাদের জড়ো করার অপার দক্ষতা রাখায় কলোন্তাই অচিরেই জার-পুলিসের নজরে আসেন এবং ১৯১৭ সালের আগেই বেশ কটি বছর তাকে আত্মগোপনে কাটাতে হয়। লেনিনের পরিকল্পিত প্রথম সোভিয়েত জনগণের সরকারের প্রথম মহিলা পদাধিকারী হন কলোন্তাই। সমাজ কল্যাণ বিভাগের কমিসার হিসেবে তুখোভাভাবে কাজ শুরু করেন অসামান্য বক্তা মানুষটি। নারীবাদী তত্ত্ব, যৌনতার প্রশ্নে নারীর অবস্থান এবং ভবিষ্যৎ-এরকম আরও অনেক তৎকালীন সময়ের না-শোনা দুর্বোধ্য বিষয়ে তাত্ত্বিক হস্তক্ষেপ করেন কলোন্তাই। তাঁর ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক চর্চার সঙ্গে সমাজের চলতি নিয়মগুলির বিস্তর ফারাক থাকায়, পার্টির ভিতরে এবং বাইরে দুক্ষেত্রেই প্রশ্ন ওঠে। তাঁকে সোভিয়েতের অ্যান্ড্রাস্যাডার হিসেবে সুইডেন পাঠানো হয় ১৯২২ সালে। ইতিহাসের মূলপাতাগুলোয় কলোন্তাইয়ের এই পরিচয়টুকুই থেকে গেছিল গত বাটের দশক পর্যন্ত। কিন্তু সমাজতন্ত্রে নারীর ভূমিকা নিয়ে পার্টি ও তার মতবিরোধ সম্পর্কে চর্চা চিরস্থায়ীভাবে নারীবাদী তাত্ত্বিক সাহিত্য হয়ে থেকে যাবে। ওই বিশেষ সময়টিতে, এই বিশেষ কমরেডের প্রতি লেনিনের আস্থা-অনাস্থা মতানৈক্য আমাদের জানান দেয়, নারীজনিত সমস্যা ও তার সমাধান সম্পর্কে সোভিয়েত রাশিয়া, বলশেভিক পার্টি এবং লেনিন-কেউই সে সময়ে সম্পূর্ণ পরিস্কার ছিলেন না। তবু অস্বীকার করা যায় না আজ থেকে ১০০ বছর আগে নারীমুক্তির প্রশ্নে লেনিনের আন্তরিক প্রয়াস এবং সোভিয়েতই সারা পৃথিবীতে নারীমুক্তির পথ প্রদর্শক।

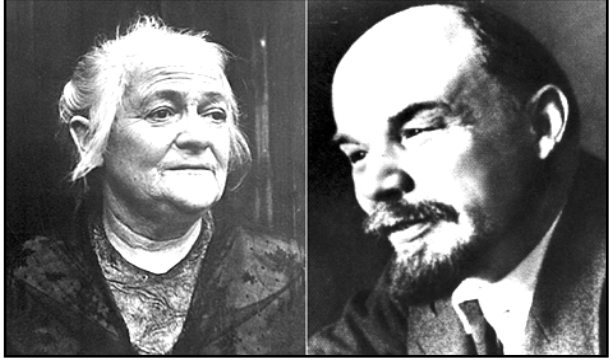
ভীষণ মনে পড়ছে, ১৯১৭-র অক্টোবরে, সদ্য ভূমিষ্ট বিপ্লবের আকাশ ভাঙা চিংকার ভেদ করে সেন্ট পিটার্সবার্গের রাস্তায় কারখানার মহিলা শ্রমিকরা কমরেড লেনিনের উদ্দেশ্যে স্লোগান দিচ্ছেন, Take power, Comrade Lenin: that is what we working women want.

লেনিন, যাঁর নারী প্রসঙ্গে মনোভাব নিয়ে এত কথা হল, সেই কমরেড লেনিন উত্তরে জানালেন,

It is not I, but you - the workers - especially the militant women, who must take power. Return to your factories and tell the workers that.

নারীমুক্তি ও লেনিন

শাশ্বতী মজুমদার



ক্লারা জেটকিন ও লেনিন

নারীমুক্তি ও নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে কথা উঠলে সবার আগে যে মানুষটির কথা মনে পড়ে তিনি হলেন জ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ ওরফে লেনিন। লেনিন সেই মানুষ, যিনি নারীকে পণ্য করতে চাননি। লেনিন সেই মানুষ যিনি নারীকে দাসীবৃত্তি থেকে মুক্ত করে সমাজের উৎপাদনশীল কাজে যুক্ত করেছেন। পুঁজিবাদীর শৃঙ্খল থেকে বের করে এনে নারীকে অর্থনৈতিক মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। লেনিন সেই মানুষ যিনি নারীকে রান্নাঘর আর আঁতুরঘরের ঘেরাটোপ থেকে বের করে কারখানায় এনেছেন, মিছিলে এনেছেন, রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো গঠনের অংশীদার বানিয়েছেন। আজ আমরা আমাদের দেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য যে লড়াই করছি তারও পথপ্রদর্শক লেনিন। এই লড়াই তিনি বহুদিন আগেই শুরু করেছিলেন এবং রুশ বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ায় তিনি ক্ষমতা দখলের পরেরদিনই তিনটি ডিক্রি জারি করেছিলেন জারের যুদ্ধের বদলে শান্তি, কৃষকের হাতে জমি ও সকল রাজনৈতিক ক্ষমতা সোভিয়েতের প্রতি সমর্পণ। তারপর কিছুদিনের মধ্যেই জারি করেন নারীমুক্তি এবং নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ডিক্রি। আর তাঁর দেখানো পথ ধরেই সারা বিশ্বের মত ভারতের মহিলারাও নিজেদের মুক্তির লড়াই করছেন। তাঁর ১৫৪তম জন্মদিবসে তাই তাঁর সেই লড়াই ও নারীমুক্তি প্রসঙ্গে তাঁর মতবাদ আজ তাই আরো প্রাসঙ্গিক।

লেনিনবাদ বলে সমস্ত ধরণের শোষণ, ও অধীনতা থেকে নারীদের মুক্তির কথা। তিনি নারীমুক্তির ক্ষেত্রে যে মূল সূত্রগুলি লিপিবদ্ধ করে গেছেন সেগুলি হল (১) দুনিয়ার সমস্ত পুঁজিবাদী, বুজোয়া প্রজাতন্ত্রেই শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা, স্বাধীনতা এইসব জাঁকালো কথার সঙ্গে সঙ্গে থাকে মেয়েদের অসমান অবস্থার অত্যন্ত ঘৃণিত, বিরক্তিকর, নোংরা এবং পাশবিক সব আইন যা ভাঙতে হবে।

তাঁর কাছে নারীমুক্তি মানে হল নারীকে ক্ষুদ্র মালিকানার ক্ষুদ্র কাজ থেকে বৃহত্তর সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির কর্মী হিসাবে নারীকে গড়ে তোলা। পুঁজিবাদ যেখানে নারীর শ্রম দেখকেই শুধু পণ্য করে সেখানে লেনিনের বৈপ্লবিক সংগ্রাম ছিল নারীকে সেই যন্ত্রনার বন্দিদশা থেকে মুক্ত করা। সমস্ত সভ্য দেশে এমনকি সবচেয়ে অগ্রণী দেশেও মেয়েদের অবস্থা এমনই যে তাদের সাংসারিক বান্দি বলা হয়, আর সেটা অকারণে নয়। কোনো পুঁজিবাদী রাষ্ট্রেই এমনকি সবচেয়ে মুক্ত প্রজাতন্ত্রেও নারীদের পূর্ণ সমানাধিকার নেই। উন্নত ধনাত্মিক দেশগুলিতেও অর্ধেক আকাশ নারী আজও পুরুষের বৈষম্য ও ভোগের পণ্য থেকে প্রকৃত মুক্তি পায়নি। উপরন্তু নারীকে তারা শ্রমের ক্ষেত্রেও শোষণ করে চলেছে।

ভারতবর্ষের মেয়েরাও সেই শোষণ থেকে মুক্ত নয় বরং এই শোষণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয়, জাভপাতজনিত শোষণ। এই শোষণ থেকে মুক্তি মিলবে যে পথে লড়াই করে তা হল লেনিন নির্দেশিত পথ।

নারীমুক্তি প্রসঙ্গে লেনিনের ভূমিকা, চিন্তাধারা যেমনভাবে রাশিয়ার মেয়েদের মুক্তি ঘটিয়েছিল তেমনভাবেই এই চিন্তাধারা বিশ্বের সমগ্র নারী সমাজের মুক্তি ঘটাতে সক্ষম বলে বিপ্লবী সমাজ মাত্রেরই আজও স্বীকৃত। রুশ বিপ্লবের আগে সেদেশে নারীরা ছিল পুরুষদের সম্পত্তির মতো। জারের আইনমতে তারা ছিল পরিবারের ঘোষিত দাসী। কারণে অকারণে তাদের ওপর চলত অকথ্য শারীরিক, মানসিক অত্যাচার। কলকারখানাগুলোতে তারা ছিল প্রায় বিনা বেতনের শ্রমিক। শিক্ষার অধিকারও প্রায় তাদের ছিল না। লেনিনের হাত ধরে হওয়া রুশ বিপ্লব ও রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা মেয়েদের সেই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করতে পেরেছিল।

লেনিন ও রুশ বিপ্লব জন্ম দিয়েছিল বহু দক্ষ লড়াইকারী নারীযোদ্ধারা। নাদেজদা কনস্তান্তিনোভনা ক্রুপস্কায়া, সোফিয়া পমেরানেন্টস পেরাজিক, রাডোসেকো, নেভজোরোভা, লাকুবোভা, কাটােসওয়া নাভাশা প্রমুখের। এছাড়াও ছিলেন ক্লারা জেটকিন, আলেকজান্দ্রা কোলনতাই-এর মতো দক্ষ, লড়াই নেত্রী। যাঁরা ছিলেন রুশ বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার প্রধান চালিকা শক্তি। লেনিনের স্ত্রী এবং বলশেভিক নেত্রী লেনিনের এই লড়াইয়ে সর্বদা তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে থাকতেন একজন সহযোগী হয়ে। পরবর্তীতে পিপলস কমিসার অফ এডুকেশন অ্যান্ড এনলাইটেনমেন্ট-এর ডেপুটি ছিলেন লেনিনের অর্ধাঙ্গিনী। এমনকি দলেরও এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বেও ছিলেন তিনি। লেনিন নিজের স্ত্রীকে সহযোগী হিসাবে সম্মান দিয়েছেন চিরকাল। এখানেই তিনি অনন্য। আর তাই বুঝি তাঁর পক্ষে নারীর সমানাধিকারের লড়াই লড়া সম্ভব হয়েছিল।

আমাদের দেশে শোষণ বঞ্চনা, পীড়ন থেকে নারীর মুক্তির জন্য লড়াই করতে হলে একমাত্র লেনিনবাদকে হাতিয়ার করে লড়তে হবে তবেই মিলবে প্রকৃত নারীমুক্তি।

গুজরাত দাঙ্গার বহু ঘটনাতেই দোষীদের সাজা হয়নি, নারোড়া গাম নিয়েও প্রশ্নে তদন্ত

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল : গুজরাতে ২০০২-এর দাঙ্গায় অভিযুক্তদের অনেকেই এখনও সাজা হয়নি। একাধিক মামলায় সবে শুনানি শুরু হয়েছে। আবার বিলকিস বেগমের মতো বহু মহিলাকে ধর্ষণ ও খুনে দোষী সাব্যস্তকে গুজরাতের বিজেপি সরকার মুক্তি দিয়েছে। উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে আদালত অভিযুক্তদের নির্দেশ বলে মামলা খারিজ করেছে একাধিক ঘটনায়। সেই তালিকায় যুক্ত হয়েছে নারোড়া গাম। আমেদাবাদের নারোড়া গাম হত্যাকাণ্ড দাঙ্গার সময় আলাদা করে গোটা দেশের, এমনকী বিশ্বের সংবাদ মাধ্যমে স্থান পেয়েছিল গুজরাতের তৎকালীন মন্ত্রী মায়্যা কোডনানীর যুক্ত থাকার অভিযোগ ঘিরে। সেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ১১জনকে জয় শ্রীরাম, ভারত মাতা কী জয় স্লোগান দিতে দিতে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ ওঠে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজ্রং দলের লোকজনের বিরুদ্ধে। ঘটনায় নাম জড়ায় বজ্রং দলের বাবু বজ্রঙ্গী

এবং ডিএইচপি নেতা জয়দীপ পটেলেরও। সেই ঘটনায় স্পেশ্যাল ইনভেস্টিগেশন টিম ৬৭জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিয়েছিল। মায়্যা কোদনানী এবং বজ্রং দল ও ডিএইচপির নেতাসহ সকলকেই আমেদাবাদের আদালত বৃহস্পতিবার নির্দেশ বলেছে। বিজেপি নেত্রী মায়্যা কোদনানীর নাম জড়িয়েছিল আরও একটি হত্যাকাণ্ডেও। সেই মামলায় তাঁর যাবজ্জীবন সাজা হলেও হাইকোর্ট তাঁকে অভিযোগ থেকে রেহাই দিয়েছে। নারোড়া গামের হত্যাকাণ্ডে নিম্ন আদালতই মুক্তি দিল তাঁকে। ২০১৭ সালে এই মামলায় আদালত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে তলব করেছিল কোদনানীর বক্তব্য যাচাই করতে। শাহ আদালতে বলেন, ঘটনার দিন তিনি কোদনানীকে সকালে বিধানসভায় এবং দুপুরে স্থানীয় হাসপাতালে দেখেছেন। পুলিশের প্রহরায় তাঁদের গাড়ি হাসপাতাল থেকে বেরিয়েছিল। প্রসঙ্গত গুজরাতে নরেন্দ্র মোদির তৎকালীন সরকারে মন্ত্রী ছিলেন শাহ।

গুজরাত দাঙ্গার একাধিক হত্যাকাণ্ড, ধর্ষণের মামলারই এমন পরিণতি হয়েছে। অর্থাৎ আদালত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগের সপক্ষে উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণের অভাব রয়েছে বলে মনে করেছে। বারে বারে তদন্তে গাফিলতির অভিযোগ উঠলেও তা শোধরানোর কোনও চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়নি। অথচ দ্রুত এবং যথাযথ তদন্তের স্বার্থে সুপ্রিম কোর্ট বিশেষ তদন্তদল গঠন করে দিয়েছিল। নারোড়া গাম মামলার পরিণতি নিয়ে শুক্রবার রাজ্যসভার সাংসদ এবং প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিংবাল আমদাবাদ আদালতের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে বলেন, আমরা কি আইন শাসনের উদযাপন করবো নাকি এর মত্মতে আমাদের হত্যা হওয়া উচিত। বহু চর্চিত ওই মামলার পরিণতি নিয়ে সরব হয়েছে গোটা বিরোধী শিবির। সমাজ মাধ্যমেও আছড়ে পড়ছে সমালোচনার ঝড়। এ বছর ফেব্রুয়ারিতেই গুজরাতের পঞ্চমাল জেলার একটি আদালত

২০০২-এর দাঙ্গায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ১৩জনকে খুন এবং ধর্ষণ ও সম্পত্তি বিনষ্টের ঘটনায় অভিযুক্ত ২৬জনকে মুক্তি দেয়। বিচারকের বক্তব্য, সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবেই অভিযুক্তদের নির্দেশ বলতে হচ্ছে। আগের মাসে অর্থাৎ এ বছর জানুয়ারিতে পঞ্চমালের আদালতই দুই শিশু-সহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ১৭জনকে খুনের ঘটনায় ২২জনকে অভিযোগ থেকে মুক্তি দেয় প্রমাণের অভাবে।গুজরাতের সেই দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটেছিল গোধরায় অযোধ্যা ফের করসেবকদের ট্রেনে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারার ঘটনাকে কেন্দ্র করে। সেই ঘটনায় ধৃত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ১১জনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে গোধরার নিম্ন আদালত। গুজরাত হাইকোর্টও সেই রায় বহাল রেখেছে। ফাঁস এড়াতে আসামীরা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে গুজরাত সরকার সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দিয়ে বলেছে তারা ১১জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে চায়।

চলন্ত বিমানের ককপিটে বান্ধবীকে ডেকে খোশগল্পে মত্ত পাইলট

তদন্তের নির্দেশ ডিজিসিএ র

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল : ককপিটেই বান্ধবীকে ডেকে নিলেন পাইলট। দিবিয়া খোশগল্প করেই কাটিয়ে দিলেন গোটা যাত্রাপথ! এমনই ঘটনা ঘটেছে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে দুবাই থেকে দিল্লিগামী বিমানের এই ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে পাইলটের আচরণবিধি নিয়ে। ইতিমধ্যেই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে ডিজিসিএ।

তবে গোটা ঘটনায় মুখে কুলুপ এয়ার ইন্ডিয়ার। ঘটনাটি ঘটেছে ২৭ ফেব্রুয়ারি। দুবাই থেকে দিল্লিতে পাড়ি দেয় এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানটি। জানা গিয়েছে, বিমানটি আকাশে ওড়ার খানিক পরেই বান্ধবীকে ডেকে পাঠান পাইলট। যাত্রীদের মধ্যেই বসেছিলেন ওই মহিলা। বিমানযাত্রার শুরুতেই ককপিটে ঢুকে পানো তিনি। প্রায় তিন ঘণ্টার যাত্রাপথের পুরোটাই ককপিটে ছিলেন ওই মহিলা। বিমানের আচরণ বিধির সম্পূর্ণ বিরোধী এই কাজ, এমনটাই জানিয়েছেন ডিজিসিএর এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই কর্তা বলেন, অভিযুক্ত পাইলট নিরাপত্তা সংক্রান্ত নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন।

শুধু তাই নয়, এহেন আচরণের কারণে বিমান চালনার ক্ষেত্রে মনসংযোগে ব্যাঘাত ঘটতে পারত। বিমান ও যাত্রী- দুই ক্ষেত্রের সুরক্ষাই বিস্ত্রিত করেছেন ওই পাইলট। ইতিমধ্যেই ওই পাইলটের বিরুদ্ধে বিস্তারিত তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে ডিজিসিএ।

জানা গিয়েছে, তদন্তের পরেই অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী শাস্তির নির্দেশ দেওয়া হবে ওই পাইলটকে। সাসপেন্ড করা হতে পারে তাঁকে। কেড়ে নেওয়া হতে পারে তাঁর লাইসেন্সও যদিও এই ঘটনায় মুখ খুলতে চায়নি এয়ার ইন্ডিয়া।

উন্নাও-কাণ্ডে শাহকে চিঠি



উন্নাও কাণ্ডের বিরোধিতায় বিক্ষোভ চলছে।

ফটো : সংগৃহীত

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল : উত্তরপ্রদেশের উন্নাওয়ে সম্প্রতি ধর্ষণের মামলা তুলে নিতে অস্বীকার করায় ধর্মিতার ঘরে আগুন লাগানো, শিশুকন্যাকে আগুনে পুড়িয়ে মারার চেষ্টার যে অনুরোধ করা হয়েছে বলে

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি দিল নারী নিগ্রহ-বিরোধী নাগরিক কমিটি। উত্তরপ্রদেশ সরকার যাতে অপরাধীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করে, তা দেখার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অভিযোগ উঠেছে, তার প্রেক্ষিতে

জানিয়েছেন কমিটির সম্পাদক কল্পনা দত্ত। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে তাঁদের আরও আর্জি, আক্রান্ত পরিবারের সুরক্ষার ব্যবস্থার পাশাপাশি চিকিৎসার বন্দোবস্ত ও আর্থিক সহায়তা দেওয়া হোক সরকারের তরফে।

প্রিয়াক্ষর স্বামীর বিরুদ্ধে জমি কেলেঙ্কারির প্রমাণ নেই - মানল হরিয়ানার বিজেপি সরকার

চন্ডিগড়, ২১ এপ্রিল : দীর্ঘ চার বছর পর পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা হাইকোর্টে হরিয়ানার বিজেপি সরকার জানালো স্বাইলাইট হসপিটালিটির থেকে গুরুগ্রামের ডিএলএফ ইউনিভার্সাল লিমিটেড-এ জমি হস্তান্তরের সময় কোনো নিয়ম ভাঙা হয়নি। উল্লেখ্য গত চার বছর আগে এই ঘটনায় বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা ভূপিন্দর সিং



বঢ়ার দুর্নীতির প্রমাণ নেই, কবুল হরিয়ানার। ফটো : সংগৃহীত

গুরুগ্রামের খেকার দৌলা পুলিশ থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। এঁদের বিরুদ্ধে ধারা ৪২০ (প্রতারণা এবং অসাধুভাবে সম্পত্তি বিতরণে প্ররোচিত করা), ধারা ৪৬৭ (মূল্যবান নিরাপত্তা জালিয়াতি), ধারা ৪৬৮ (প্রতারণার উদ্দেশ্যে জালিয়াতি), ধারা ৪৭১ (জাল নথি বা ইলেকট্রনিক রেকর্ডকে আসল হিসাবে ব্যবহার করা) এবং ১২০-বি-এর (অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র) এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ১৩ ধারা (একজন সরকারি কর্মচারী দ্বারা অপরাধমূলক অসদাচরণ) অনুসারে মামলা করা হয়। হরিয়ানার ন্যু জেলার রথিভাস জেলার বাসিন্দা, জনৈক সুরিন্দর শর্মার অভিযোগের ভিত্তিতে এক্সাইজার দায়ের করা হয়। এই সম্পর্কিত ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, শর্মা অভিযোগ করেছিলেন যে রবার্ট বঢ়া প্রভাবশালী নির্মাতা, মন্ত্রী এবং শীর্ষ সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে মিলে ষড়যন্ত্র, তাদের পদের অপব্যবহার এবং

৫,০০০ কোটি টাকার কেলেঙ্কারী করেছেন। ২০১৪-র অক্টোবরে হরিয়ানায় বিধানসভা ভোটারে প্রচারে গিয়ে সনিয়া গান্ধির জামাইয়ের বিরুদ্ধে জমি দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ওই বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসকে হারিয়ে ক্ষমতায় আসে বিজেপি। এর কয়েক বছর পরে রবার্ট বঢ়া এবং ভূপিন্দর সিং হুড়ার বিরুদ্ধে এক্সাইজার দায়ের করে তদন্তে নামে মনোহর লাল খট্টরের নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারের পুলিশ রবার্ট বঢ়ার বিরুদ্ধে অভিযোগের বিষয়ে কংগ্রেস জানিয়েছিল, যাবতীয় স্ট্যাম্প ডিউটি দিয়েই ২০০৮ সালে বাণিজ্যিক এলাকায় সাড়ে তিন একরের জমি কিয়েছিল রবার্ট-এর সংস্থা। এরপর লাইসেন্স পায় এবং ২০২০ সালে জমির কর মিটিয়ে ডিএলএফ সংস্থাকে বিক্রি করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় কোনো অনিয়ম হয়নি। শুক্রবার তা কার্যত স্বীকার করে নিল মনোহর লাল খট্টরের নেতৃত্বাধীন হরিয়ানার বিজেপি সরকার।

সিমলা পুরসভা নির্বাচনের মুখে হিমাচল প্রদেশে বিজেপি রাজ্য সভাপতির ইস্তফা

সিমলা, ২১ এপ্রিল : বিজেপি-র হিমাচল প্রদেশের সভাপতি সুরেশ কাশ্যাপ তাঁর পদ থেকে ইস্তফা দিলেন। সূত্র অনুসারে, তিনি তাঁর ইস্তফাপত্র দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নান্ডার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। রাজ্যে পুরসভা নির্বাচনের মুখে তাঁর ইস্তফা নিয়ে ইতিমধ্যেই জল্পনা তৈরি হয়েছে। উল্লেখ্য, আগামী ২ মে সিমলা পুরসভার নির্বাচন। জানা গেছে, ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন সুরেশ কাশ্যাপ। জে পি নান্ডাকে লেখা চিঠিতেও তিনি সেই কারণই দেখিয়েছেন। কাশ্যপের ইস্তফার পর হিমাচল প্রদেশের বিজেপিতে বোসাচল পরিবর্তন করা হবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। রাজনৈতিক মহলের মতে, ২০২২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে

বিজেপির পরাজয়ের পর নতুন করে লোকসভা নির্বাচনের আগে কোনো ঝুঁকি নিতে চাইছে না বিজেপি। আগামীবছরেই লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সেই নির্বাচনের আগে হিমাচল প্রদেশের সংগঠন ঢেলে সাজাতে চাইছে বিজেপি।

পদত্যাগী বিজেপি সভাপতি সুরেশ কাশ্যাপ হিমাচল প্রদেশের সিমলা কেন্দ্রের সাংসদ। আগামী ২০২৪ নির্বাচনে তাঁকে আবার মনোনয়ন দেওয়া হতে পারে বলেও

অনুমান। যদিও রাজ্য সভাপতি হিসেবে তাঁর মেয়াদে একেবারেই বার্থ সুরেশ কাশ্যাপ। ২০২০ সালের ২২ জুলাই তিনি বিজেপির রাজ্য সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নেবার পরেই নভেম্বর ২০২১ সালে মাল্ভি লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি পরাজিত হয়। পরাজিত হয় আরকি, ষড়তপুর এবং জুঝল-কোথাকি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনেও। সুরেশ কাশ্যপের ইস্তফার পর রাজ্য সভাপতি হিসেবে যেসব নাম উঠে আসছে তার মধ্যে আছেন উনার বিধায়ক সতপাল সিং, প্রাক্তন স্পীকার এবং সুলার বিধায়ক বিপিন পারমার, নৈনাদেবী-র বিধায়ক রণধীর শর্মা, নাহালের প্রাক্তন বিধায়ক রাজীব বিন্দাল। এছাড়াও রাজ্যসভা সাংসদ সিকান্দার কুমার এবং ইন্দু গোস্বামীর নামও বিবেচনায় আছে।

মিলছে না পেনশন, মাইলের পর মাইল হেঁটে ব্যাংকে চক্কর রুগ্ন বৃদ্ধার

ভুবনেশ্বর, ২১ এপ্রিল : চাঁদিকাটা রোদ। তার মধ্যেই কোনওমতে একটি চেয়ারে ভর দিয়ে হাঁটছেন অশীতিপন্ন বৃদ্ধা। কেন? কারণ বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে ব্যাংকে পৌঁছতে হবে। সেখান থেকে পেনশনের টাকা পেলে তবে তাঁর সংসারে হাঁড়ি চলবে। উড়িষ্যার এই ভিডিও ভাইরাল হতেই ব্যাংকের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। প্রবল তাপপ্রবাহের মধ্যে কেন দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ব্যাংকে যেতে হবে বৃদ্ধাকে? ৭০ বছর বয়সি ওই বৃদ্ধার নাম সূর্য হরিজন। পেশায় পশুপালক হেলের পরিবারের সঙ্গে থাকেন তিনি। জানা



মাইলের পর মাইল হেঁটে ব্যাংকে চক্কর রুগ্ন বৃদ্ধার। ফটো : সংগৃহীত

গিয়েছে, কয়েকদিন আগেই স্টেট ব্যাংকে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়, তাঁর আঙুলের ছাপ মিলছে না। আপাতত তাঁকে প্রাপ্য ৩ হাজার টাকা দেওয়া যাবে না। সূর্য যেন কয়েকদিন পর আবার ব্যাংকে

আসেন। সেই মতোই গত ১৭ এপ্রিল বেরিয়ে পানো তিনি। যেহেতু তিকমতো হাঁটতে পারেন না, তাই ভাঙা চেয়ারের সাহায্যে এগোনোর চেষ্টা করেন। ভাইরাল হয়ে যায় রোগের মধ্যে বৃদ্ধার হাঁটার ভিডিও। আসলে ওই

বৃদ্ধার আঙুল ভেঙে গিয়েছিল। নথিপত্রের সঙ্গে আঙুলের ছাপ মিলছে না। সেই জন্যই তাঁর হাতে পেনশনের টাকা তুলে দিতে হয়েছে। যদিও স্টেট ব্যাংকের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী মাস থেকে বাড়িতে বসেই পেনশন পাবেন ওই বৃদ্ধা। ইতিমধ্যেই তার জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সেই সঙ্গে ব্যাংকের তরফ থেকে একটি হুইলচেয়ারও তুলে দেওয়া হবে বৃদ্ধার হাতে।

যদিও প্রশ্ন উঠছে, শুধুমাত্র আঙুলের ছাপ না মেলার কারণে কেন এমন হেনস্তার শিকার হতে হল অশীতিপন্ন বৃদ্ধাকে?

দিল্লির ভরা আদালতে আইনজীবী সেজে স্ত্রীকে গুলি স্বামীর

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল : দিল্লির আদালত চত্বরে আচমকা চলল গুলি। শুক্রবার সকালে আচমকাই গুলি চলে দিল্লির সাকেত আদালতে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদের জেরেই গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছে। বৈবাহিক সম্পর্ক ভাল ছিল না, তার জেরেই আদালতে এসে স্ত্রীকে খুন করার পরিকল্পনা করেছিলেন স্বামী। পূর্ব পরিকল্পিতভাবে আইনজীবীর পোশাক পরে আদালতে আসেন ওই ব্যক্তি। শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ যথারীতি এজলাস শুরু হয় দিল্লির সাকেত

আদালতে। আচমকাই শোনা যায় গুলির শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে কোর্ট চক্কর ঘিরে ফেলে পুলিশ। দেখা যায়, গুলি লেগে আহত হয়েছেন এক মহিলা। গুলি লাগে তাঁর পেটে। এজলাস থেকে বের করে তাঁকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, স্ত্রীকে খুন করতেই চার রাউন্ড গুলি চালান অভিযুক্ত ব্যক্তি। আইনজীবী সেজে ভরা আদালতে এসে পরপর চারবার গুলি চালান। আহত হন এক মহিলা আইনজীবী। তাঁর গলায় গুলি লাগে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর



শুক্রবার সকালে আচমকাই গুলি চলে দিল্লির সাকেত আদালতে।

ফটো :

অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মচারীদের বেতন দেওয়ার নিম্নসীমা বাড়িয়ে দিল দিল্লি সরকার

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল : এবার অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মচারীদের বেতন দেওয়ার নিম্নসীমা বায়ি়ে দিল দিল্লি সরকার। এক ধাপে বেশ খানিকটা বাড়বে নানা ক্ষেত্রের বেতন। বৃহস্পতিবার নয়া বেতনের কথা ঘোষণা করেন দিল্লি শ্রমমন্ত্রী রাজ কুমার আনন্দ। মূল্যবৃদ্ধির সমস্যার মধ্যে নতুন ঘোষণায়

স্বস্তি পাবেন দিল্লিবাসী। দিল্লি সরকারের তরফে বলা হয়েছে, চলতি মাসের ১ তারিখ থেকেই কার্যকর হবে নয়া বেতন কাঠামো। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, দক্ষ শ্রমিকদের প্রতি মাসে ২০ হাজার ৯০৬ টাকা বেতন দিতে হবে। একলাফে ৫৪৬টাকা বেড়েছে তাঁদের বেতন। মাঝারি মানের দক্ষতা রয়েছে যে সমস্ত

শ্রমিকদের, তাঁদের বেতন ১৮ হাজার ৯৯৩টাকা। প্রায় ৫০০টাকা বেতন বোছে তাঁদেরও। দিল্লি সরকারের তরফে আরও বলা হয়, যেসমস্ত শ্রমিকরা ম্যাট্রিক পাশ করতে পারেননি, তাঁদের বেতন বাড়িয়ে ১৮ হাজার ৯৯৩ টাকা নির্ধারণ করা হল। অন্যদিকে, ম্যাট্রিক পাশ থেকে স্নাতক স্তর পর্যন্ত পড়াশোনা করা

শ্রমিকরা ২০ হাজার ৯০৬ টাকা বেতন পাবেন। তারও বেশি শিক্ষিত কর্মীদের ন্যূনতম ২২ হাজার ৭৪৪ টাকা দিতেই হবে নিয়োগকারীদের। সরকারি কর্মীদের পাশাপাশি বেসরকারি কর্মীদের বেতন নিয়েও সচেনত দিল্লি সরকার, এমনটাই জানিয়েছেন শ্রমমন্ত্রী। তিনি বলেন, মূল্যবৃদ্ধির সমস্যায়

জেরবার আমজনতাকে উপহার দিল মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সরকার। ন্যূনতম বেতনবৃদ্ধির ফলে অনেকটা সুবিধা পাবেন সাধারণ মানুষ। যেহেতু অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মীরা ন্যূনতম বেতনটাই পান, তাই তাঁদের জন্য মহার্ঘ ভাতা বাড়ানোর ঘোষণা করল দিল্লি সরকার।

জেরবার আমজনতাকে উপহার দিল মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সরকার। ন্যূনতম বেতনবৃদ্ধির ফলে অনেকটা সুবিধা পাবেন সাধারণ মানুষ। যেহেতু অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মীরা ন্যূনতম বেতনটাই পান, তাই তাঁদের জন্য মহার্ঘ ভাতা বাড়ানোর ঘোষণা করল দিল্লি সরকার।

নিপীড়নের অভিযোগে ব্রিটেনের উপপ্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ

লন্ডন, ২১ এপ্রিল : ব্রিটেনের উপপ্রধানমন্ত্রী ডমিনিক রাব পদত্যাগ করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে নিপীড়নের অভিযোগ উঠেছিল। শুক্রবার তিনি পদত্যাগপত্রে সই করে বলেন, তিনি মনে করেন, তাঁর বিরুদ্ধে যে তদন্ত চলছে, তার ফলাফলে মেনে নেওয়া কর্তব্য। রাবের আচরণ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক অভিযোগের পর এ নিয়ে স্বতন্ত্র তদন্ত শুরু হয়। ডমিনিক রাবের বিরুদ্ধে নিপীড়নের অভিযোগ তুলে একটি প্রতিবেদন জমা হওয়ার ২৪ ঘণ্টা না পেরোতেই



ডমিনিক রাব। ফটো : রয়টার্স

পদত্যাগের বিষয়টি সামনে এল। তিনি বিচারসচিবের পদ থেকেও সরে দাঁড়াচ্ছেন।

ডমিনিক রাব তাঁর বিরুদ্ধে তদন্তে উঠে আসা অধিকাংশ বিষয় প্রত্যাহ্যান করেন। তবে তিনি দুটি বিষয়ে অভিযোগ

স্বীকার করেছেন। প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের কাছে পাঠানো পদত্যাগের চিঠি টুইটারে প্রকাশিত হয়েছে। তাতে রাব বলেছেন, স্বতন্ত্র তদন্ত বিপজ্জনক নজির স্থাপন করেছে। তবে তিনি সরকারকে সমর্থন করে যাবেন। তবে রাব অভিযোগ করেন, সহকর্মীরা তাঁর আচরণের বিবরণ গণমাধ্যমে ফাঁস করেছেন। রাবের পদত্যাগের অর্থ হলো, ঋষি সুনাকের মন্ত্রিসভা থেকে তৃতীয় কোনো জ্যেষ্ঠ মন্ত্রীকে তাঁদের ব্যক্তিগত আচরণের জন্য সরে যেতে হলো।

কিউবায় দ্বিতীয় মেয়াদে জয়ী দিয়াজ-ক্যানেল

হাভানা, ২১ এপ্রিল : কিউবার প্রেসিডেন্ট পদে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন মিগুয়েল দিয়াজ-ক্যানেল। এর পরপরই তিনি সরকারের অদক্ষতার বিষয়গুলো খুঁজে বের করে সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। গত বুধবার পার্লামেন্ট নির্বাচনে পাঁচ বছরের জন্য আবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন তিনি। অবশ্য তাঁর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। কিউবার ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির ৪৬২ আইনপ্রণেতার মধ্যে ৪৫৯ জন তাঁর পক্ষে ভোট দেন। নির্বাচিত হওয়ার পর প্রেসিডেন্ট দেশের পণ্য ও সেবা সরবরাহ বাড়াতে ও মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে অদক্ষতা সমস্যার সমাধান



দিয়াজ-ক্যানেল

করতে আহ্বান জানান। তিনি আমলাতন্ত্র ও দুর্নীতির সমালোচনা করে বলেন, কঠিন সময়ে দেশের হাল ধরছেন তিনি। কিউবায় ছয় দশক ধরে চলা কাস্ত্রো যুগের অবসানের পর প্রথম বেসামরিক নেতা হিসেবে ২০১৮ সালে ক্ষমতায় আসেন তিনি।

পরীক্ষার সময় ইলন মাস্কের বিশাল রকেটে বিস্ফোরণ

ওয়াশিংটন, ২১ এপ্রিল : ইলন মাস্কের মহাকাশযান নির্মাতা প্রতিষ্ঠান স্পেসএক্সের তৈরি স্টারশিপ নামের বিশাল একটি রকেট প্রথমবারের যাত্রায় বিস্ফোরিত হয়েছে। তবে এতে কোনো নভোচারী বা বৈমানিক ছিলেন না বলে হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের পূর্ব উপকূলের একটি কেন্দ্র থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকালে এ রকেটটি পরীক্ষামূলকভাবে উৎক্ষেপণ করা হয়। এটি সফলভাবে উৎক্ষেপণের তিন মিনিটের মাধ্যম ধরেন হয়ে যায়। এখাব যত রকেট তৈরি হয়েছে, স্টারশিপ নামের রকেটটি তার মধ্যে সবচেয়ে বড়।

বাংলা সংস্থা রয়টার্সের তথ্য অনুযায়ী, এটি ১২০ মিটারের বেশি উঁচু। ইলন মাস্ক বলেছেন, তাঁর প্রতিষ্ঠান আগামী কয়েক মাসের মধ্যে আরও একটি রকেট উৎক্ষেপণের পরীক্ষা চালাবে। এক টুইট করে তিনি স্পেসএক্সের টিমকে রোমাঞ্চকর স্টারশিপ রকেট উৎক্ষেপণের জন্য শুভকামনা জানান। তিনি বলেন, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে



আকাশে বিস্ফোরিত হয়েছে স্টারশিপ।

ফটো : রয়টার্স

নতুন পরীক্ষামূলক রকেট উৎক্ষেপণের ক্ষেত্রে অনেক কিছু শিখলাম। প্রযুক্তি উদ্যোক্তা হিসেবে পরিচিত ইলন মাস্ক রকেট উৎক্ষেপণের আগেই বলেছিলেন, এটি ভূমি থেকে উৎক্ষেপণ করতে পারলেই বা উৎক্ষেপণস্থলে বিস্ফোরণ না হলেই একে সাফল্য হিসেবে গণ্য করবেন তিনি।

ইলন মাস্কের ইচ্ছাপূরণ হয়েছে। এটি সফলভাবে উৎক্ষেপণের পর দ্রুতগতিতে মেক্সিকো উপকূলের দিকে যেতে থাকে। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই পরিস্ফার হয়ে যায় সবকিছু

পরিকল্পনামতো হয়নি। রকেটটির দুটি অংশ ছিল। এ দুটি বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময়ে বিস্ফোরণ ঘটে। এটি উঁচুতে উঠতে থাকলে এর ৩৩টি ইঞ্জিনের মধ্যে ছয়টি বন্ধ হয়ে যায়। সেখান থেকে ঝোঁয়া উঠতে শুরু করে। তিন মিনিট ওড়ার পর রকেটটি কাঁপতে শুরু করে।

পরে আকাশে বড় বিস্ফোরণ ঘটতে দেখা যায়। তবে যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান নাসার প্রধান বিল নেলসন টুইট করে স্টারশিপের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের সফল পরীক্ষার জন্য অভিনন্দন জানান।

উত্তেজনা কমাতে বাইডেন-ম্যাঁক্রো ফোনালাপ

প্যারিস, ২১ এপ্রিল : ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাঁক্রো সম্প্রতি চীন সফরে গিয়ে তাইওয়ান নিয়ে মন্তব্য করেন। এ ছাড়া ওয়াশিংটনের সঙ্গে ইউরোপিয়ান নিরাপত্তা সম্পর্ক নিয়েও মন্তব্য করেন তিনি। বিষয়টি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ফ্রান্সের উত্তেজনা বোচ্ছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাঁক্রো বৃহস্পতিবার এ উত্তেজনা কমানোর প্রচেষ্টার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

হোয়াইট হাউস ও এলিসি প্রাসাদের পক্ষ থেকে দেওয়া পৃথক বিবৃতিতে বলা হয়, জো বাইডেন ও এমানুয়েল ম্যাঁক্রো ফোনালাপ করেছেন। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে ম্যাঁক্রোর বেইজিং সফর নিয়ে কথা বলেন তাঁরা। ওই সফরে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিংয়ের সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা আলোচনা করেন ম্যাঁক্রো।

বেইজিং সফরের শেষে ম্যাঁক্রো বলেন, পশ্চিমি সমর্থনপুষ্ট তাইওয়ান নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের লাইয়ে ইউরোপের দেশগুলোকে টেনে আনা ঠিক হবে না। তিনি আরও বলেন, যে সংকট আমাদের নয়, সেগুলোকে ইউরোপের পক্ষ থেকে অবশ্যই এড়িয়ে যেতে হবে।

এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র নিয়ে তাঁর আগের করা মন্তব্যও পুনরাবৃত্তি করেন ম্যাঁক্রো। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে অবশ্যই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নকে কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন অর্জন করতে হবে।

বৃহস্পতিবারের আলোচনায় বেইজিং সফর ছাড়াও বাইডেন ও ম্যাঁক্রো ইউক্রেনে রুশ হামলা ও ইউক্রেনকে দ্রুত সমর্থন দেওয়ার বিষয়েও কথা বলেন। প্যারিসে ম্যাঁক্রোর কার্যালয় জানায়, বাইডেনকে চীন সফরের ফলাফল সম্পর্কে অবহিত করা হয়। বৃহস্পতিবার বাইডেনের পক্ষ থেকে ম্যাঁক্রোর সঙ্গে চীন সফরে যাওয়া ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কমিশনার উরসুলা ভন ডার লিয়েনের সঙ্গেও পৃথক আলোচনা করা হয়েছে।

হোয়াইট হাউসের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আলোচনায় বাইডেন ও উরসুলা তাইওয়ান প্রণালিভূদে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার গুরুত্ব পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

প্রথমবারের মতো মহাকাশে শুটিং হওয়া চলচ্চিত্র মুক্তি পেল রাশিয়ায়

মস্কো, ২১ এপ্রিল : প্রথমবারের মতো মহাকাশে ধারণ করা চলচ্চিত্র রাশিয়ার প্রেক্ষাগৃহগুলোয় প্রদর্শিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার চলচ্চিত্রটি দেখানো হয়। একে প্রতিদ্বন্দ্বী হলিউড প্রকল্পকে টেকা দেওয়ার আনন্দ হিসেবে দেখছে মস্কো। আহত এক মহাকাশচারীকে বাঁচানোর জন্য এক চিকিৎসককে (সার্জন) আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে (আইএসএস) পাঠানোর গল্প নিয়ে দ্য চ্যালেঞ্জ নামের চলচ্চিত্রটি তৈরি হয়েছে। এটির শুটিংয়ের জন্য ২০২১ সালের অক্টোবরে ১২ দিনের জন্য রাশিয়ার একজন অভিনেত্রী ও একজন চলচ্চিত্র পরিচালক আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে গিয়েছিলেন। দ্য চ্যালেঞ্জ চলচ্চিত্রটিতে সার্জনের চরিত্রে ৩৮ বছর বয়সী রুশ অভিনেত্রী ইউলিয়া পেরেসিল্ড অভিনয় করেছেন। এতে দেখা যায়, মহাকাশে একজন মহাকাশচারী অসুস্থ হয়ে পানো। তাঁকে বাঁচাতে ইউলিয়াকে আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে পাঠানো হয়। ৩৯ বছর বয়সী পরিচালক ক্লিম শিপেঙ্কো ক্যামেরা, শব্দ ও আলোকসজ্জাজনিত ব্যবস্থাপনার কাজগুলোও সামলেছেন।

মহাকাশে ৩০ ঘণ্টার ফুটেজ ধারণ করা হয়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত চলচ্চিত্রটি তৈরিতে ৫০ মিনিটের ফুটেজ ব্যবহার করা হয়েছে। এক মহাকাশচারীর সহযোগিতায় পেরেসিল্ড ও শিপেঙ্কো সমুদ্র মহাকাশযানে চড়ে মহাকাশে গিয়েছিলেন। এর আগে চার মাসের প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন তাঁরা। আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে রাশিয়ার অংশে চলচ্চিত্রটির শুটিং হয়েছে। ওই সময়ে সেখানে অবস্থানরত তিন রুশ মহাকাশচারী অতিথি চরিত্রে অভিনয় করেছেন। উফা শহরের একটি কারখানায় কাজ করেন তাতইয়ানা কুলিকোভা (৪৫)। চলচ্চিত্রটি দেখার অপেক্ষায় আছেন তিনি। কুলিকোভা বলেন, আমরা রাশিয়া। আর রাশিয়া সব সময়ই এগিয়ে। ২০২০ সালে



যে মহাকাশযানে চড়ে ওই চলচ্চিত্র অভিনেত্রী মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন, সেটি মস্কোতে প্রদর্শনের জন্য রাখা হয়েছে।

ফটো : এএফপি

মার্কিন মহাকাশ সংস্থা নাসা ও ইলন মাস্কের স্পেসএক্সের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে মিশন ইম্পসিবল তারকা টম ক্রুজ যোষিত হলিউড প্রকল্পের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দ্য চ্যালেঞ্জ চলচ্চিত্রটি তৈরি করা হয়েছে।

ফ্রেমলিনে চলতি মাসে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন চলচ্চিত্রটির প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, আমরাই প্রথম কক্ষপথে ফিচার ফিল্ম তৈরি করেছি। মহাকাশযানে চড়েই তা করেছি। এটাও প্রথম। চলচ্চিত্রটি মহাকাশ সংস্থা রসকসমস এবং রাশিয়ার শীর্ষ টিভি নেটওয়ার্ক চ্যানেল ওয়ানের যৌথ প্রকল্প।

চ্যানেল ওয়ানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কনস্টানটিন আর্নেস্ট হলিউডকে টেকা দেওয়ার এ আনন্দ গোপন করেননি। আর্নেস্ট বলেন, আমরা সবাই গ্র্যাভিটির ভক্ত। তবে সত্যিকারের ভারহীন অবস্থার মধ্যে ধারণ করা দ্য চ্যালেঞ্জ চলচ্চিত্রটি দেখিয়ে দিয়েছে, হলিউডের চলচ্চিত্রগুলো শুধুই সিজিআই (কম্পিউটার প্রযুক্তিতে তৈরি চিত্র)।

আর্নেস্টের তথ্য অনুযায়ী দ্য চ্যালেঞ্জ চলচ্চিত্রটি তৈরি করতে ১ কোটি ২০ লাখ ডলারের কম খরচ হয়েছে। তবে পুরো প্রকল্পটিতে ঠিক কত খরচ হয়েছে, তা উল্লেখ করা হয়নি।

বাজফিড নিউজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে

ওয়াশিংটন, ২১ এপ্রিল : খরচ সান্ত্রয়ের অংশ হিসেবে সংবাদ বিভাগ বন্ধ করে দিচ্ছে মার্কিন ইন্টারনেট মিডিয়া, সংবাদ ও বিনোদন কোম্পানি হিসেবে পরিচিত বাজফিড। এর মধ্য দিয়েই ইন্টারনেট যুগের উল্লেখযোগ্য নিউজ ওয়েবসাইটগুলোর একটির যুগাবসান হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। বাজফিডের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, প্রযুক্তি খাতে মন্দা ও শেয়ার বাজারে ধুঁকতে থাকার মতো নানা চ্যালেঞ্জে পড়তে হয়েছে তাদের। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেনাহ পেরেট্রি বাজফিড নিউজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় নিজের আংশিক দায় স্বীকার করেছেন। কর্মীদের কাছে লেখা এক চিঠিতে পেরেট্রি বলেছেন, আমরা প্রায় ১৫ শতাংশ কর্মী ছাঁটাই করছি। এ ছাড়া বাজফিড নিউজ বন্ধ করে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। বাজফিড নিউজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার খবরে ওয়াল স্ট্রিট এর



বাজফিড নিউজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার খবরে শেয়ারের দাম কমে গেছে।

ফটো : রয়টার্স

শেয়ারের দাম ২০ শতাংশ কমে গেছে। পেরেট্রি বলেছেন, একক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাজফিড নিউজকে আর না চালানোর সিদ্ধান্তে এসেছেন তাঁরা। তাঁরা এখন তাঁদের হাফপোস্ট ওয়েবসাইটে মনোযোগ দেবেন। পেরেট্রি আরও বলেন, বাজফিড বন্ধ করার পেছনে কোনো মহামারি, মূলধনের অভাব, ডিজিটাল বিজ্ঞাপনের বাজার

সংকুচিত হওয়ার পাশাপাশি পাঠক ও প্ল্যাটফর্মের পরিবর্তনের কারণগুলোও রয়েছে। বাজফিড মার্কিন ডিজিটাল কোম্পানি হিসেবে ২০০৬ সালে যাত্রা শুরু করে। শুরুতে এটি বিভিন্ন তালিকা ও স্থানীয় কুইজের জন্য পরিচিত ছিল। কিন্তু ২০১১ সালে বাজফিড নিউজের যাত্রা শুরু হলে ইন্টারনেট মিডিয়া কোম্পানিগুলোর মধ্যে নতুন

ধারার সূচনা করে এটি। ২০২১ সালে চীনের জিনজিয়াং নিয়ে প্রতিবেদনের জন্য পুলিজার পুরস্কারও জেতে এ প্ল্যাটফর্ম। ২০২০ সালের নভেম্বরে ভেরিজনের কাছ থেকে হাফিংটন পোস্ট কিনে নেয় বাজফিড। পেরেট্রি বলেন, এখন থেকে আমাদের খবরের মাধ্যম হিসেবে একটি ব্র্যান্ড পরিচিত হবে। সেটি হাফপোস্ট।

বিক্রি হচ্ছে জেমস বন্ড চলচ্চিত্রে দেখানো সেই বিখ্যাত বাড়ি

লন্ডন, ২১ এপ্রিল : জেমস বন্ড ছবি দেখতে ভালোবাসেন? তবে নিশ্চয়ই লাইভ অ্যান্ড লেট ডাই ও দ্য ম্যান উইথ দ্য 'গোল্ডেন গান' মূর্তি দুটিতে দেখানো রাজকীয় একটি প্রাসাদসম বাড়ি খেয়াল করেছেন। লন্ডনের পশ্চিমাঞ্চলের বাকিংহামশায়ার পার্কল্যান্ডের এ প্রাসাদটি ডেনহাম প্যালেস নামে পরিচিত। এর মালিক কসমেটিকস জগতের বিখ্যাত ব্যবসায়ী মাইক জটানিয়া। এ

প্রাসাদই এখন বিক্রি করে দিতে চাইছেন জটানিয়া। এর দাম ধরা হয়েছে ৯৯২ কোটি ৭০ লাখ টাকা প্রায় (৯ কোটি ৩৫ লাখ ডলার)।

যুক্তরাজ্যের গণমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের তথ্য অনুযায়ী, ডেনহাম প্যালেস ১৭ হেক্টর (৪৩ একর) জমির ওপর ১৮ শতকে তৈরি হওয়া প্রাসাদ।

এর স্থপতি ছিলেন ল্যান্সলট ব্রাউন। তিনি ক্যাপাবিলিটি ব্রাউন



ডেনহাম প্যালেস।

ফটো : সংগৃহীত

নামেও পরিচিত। এ প্রাসাদে ১৩টি শোবার ঘর রয়েছে। আগামী সপ্তাহে নাইট ফ্রাঙ্ক, সাভিলস ও বিউচ্যাম্প এস্টেটস নামের সম্পত্তি কেনাবেচার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ডেনহাম প্যালেস বিক্রির পরিকল্পনা করা হয়েছে।

আবাসন খাতের প্রতিষ্ঠান রাইটমুভ তাদের ওয়েবসাইটে ডেনহাম প্যালেসের বর্ণনা তুলে ধরেছে। তাতে লেখা রয়েছে, এই

প্রাসাদ ১৬৮৮ থেকে ১৭০১ সালের মধ্যে নির্মাণ করা হয়। এই ব্যতিক্রমী বাসস্থান পুরোপুরি সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে। এর সংরক্ষণ কাজের নেতৃত্ব দেন পুরস্কারজয়ী স্থপতি আলেকজান্ডার ক্রাভেজ। এ প্রাসাদে রয়েছে ২৮ হাজার ৫২৫ বর্গফুটের জমিদার বাড়ি যা ধ্রুপদি উইলিয়াম ও ম্যারি স্থাপত্য নকশায় তৈরি।

এতে ব্যক্তিগত থাকার জায়গার পাশাপাশি বিনোদনের

বিশেষ জায়গা রয়েছে। এ ছাড়া গ্রেড-২ তালিকাভুক্ত কোচ হাউস, রাজকীয় কটেজ, আনুষঙ্গিক ভবন ও গাড়ি রাখার গ্যারেজ রয়েছে।

এর আগে এ বাড়িতে থেকেছেন বোনাপার্ট ইম্পেরিয়াল ফ্যামিলি, মার্কিন ব্যাংকার জেপি মরগ্যান, রাজনীতিবিদ ও চলচ্চিত্র প্রযোজক লর্ড রবার্ট ভ্যানসিটর্ট ও জেমস বন্ড ফিল্মের সহপ্রযোজক হ্যারি সল্টজম্যান।

কেকেআর-সিএসকে ম্যাচের টিকিট নিয়ে বিবাদ সিএবিতে

স্টাফ রিপোর্টারঃ কারও হাতে সন্তর-আশিটা করে টিকিট। কেউ আবার সকাল থেকে হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছেন টিকিটের জন্য। দুপুর গড়িয়ে বিকেলের পরও টিকিটের যোগাড় হচ্ছে না। এ ছবিটা বাইরে না। খোদ সিএবির অন্দরমহলের। এহেন পরিস্থিতির সামনে পড়তে হয়েছে সিএবির কমিটি সদস্যদেরই! অভিযোগ, যুগ্ম সচিব দেবব্রত দাসের মতো কোনও কোনও সিএবি কর্তা বিশেষ-বিশেষ লোককে সুবিধে পাইয়ে দিতে গিয়ে বিপত্তি বাঁধিয়েছেন। যার ফলে চূড়ান্ত হেনস্তার শিকার হতে হল সিএবি বেশিরভাগ কমিটি সদস্যওদের। দু’দিন পরই ইডেনে নামবেন মহেন্দ্র সিং খোনি। শহরবাসী ধরেই নিয়েছে, শেষবারের মতো হয়তো ক্রিকেটের

নন্দনকাননে খেলতে নামবেন খোনি। পরের আইপিএলে খোনিকে আদৌ চেনাই সুপার কিংস জার্সিতে দেখা যাবে কি না, তা নিয়ে ভালরকম সংশয় রয়েছে। রবিবারের ইডেনের কেকেআর-সিএসকে যুদ্ধ নিয়ে শহরের উত্তাপটা বাড়ছে ঠিক এখানকার আবহাওয়ার মতোই। সিএবির অন্দরের পরিস্থিতিটা আরও উত্তপ্ত। টিকিট নিয়ে সর্বত্র ক্ষোভ। কমিটি মেম্বারদের মধ্যে ক্ষোভ চরম সীমায় পৌঁছেছে। অভিযোগ উঠেছে, টিকিট কিনতে চেয়েও কমিটি সদস্যটরা তা পাচ্ছেন না। বরং কাউকে কাউকে পাইয়ে দেওয়া-র খেলা চলছে। শোনা গেল, সিএবির তরফ থেকে কেকেআরকে অনুরোধ করা হয়েছিল, সিএবির কমিটি

সদস্যদের জন্য অতিরিক্ত কিছু টিকিটের ব্যবস্থা করা হয়। যা তাঁরা কিনে নেবেন। সেই মতো কেকেআর বেশ কিছু সংখ্যানক টিকিট বরাদ্দও করে রেখেছিল। ঠিক হয়, বুধবার সন্ধ্যে সেই টিকিট দেওয়া করা হবে। সেটা করতে গিয়ে এমন বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়, যা দেখে উপস্থিত অনেককে স্তম্ভিত হয়ে যান। অশান্তির সূত্রপাত-অসম টিকিট বন্টন করা নিয়ে। শুরুতে বেশ কয়েকজন পঞ্চাশ-ষাট-সত্তরটা করে টিকিট কিনে নেন। স্বাভাবিকভাবেই পরে দিকে টিকিটের আকাল তৈরি হয়ে যায়। এমন বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির তৈরি হয়, যা দেখে টিকিট-বন্টনকারী সংস্থার লোকজন রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। সিদ্ধান্ত

হয়, প্রত্যেক কমিটি সদস্যর আর অনুমোদিত সংস্থা দশটি করে টিকিট কিনতে পারবেন। সেখানেও অনেকে টিকিট পাননি। বৃহস্পতিবার দুপুরে ফের টিকিট বন্টনের কাজ শুরু হয়। বানজিগত কাজের জন্য সিএবি প্রেসিডেন্ট স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়র আর সচিব নরেশ ওঝা এদিন ছিলেন না। পুরো দায়িত্বটা ছিল যুগ্ম সচিব দেবব্রত দাসের উপর। যা সামলাতে তিনি পারেননি। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, বিশেষ কাউকে কাউকে অতিরিক্ত টিকিটের সুবিধা পাইয়ে দিয়েছেন। বলা হচ্ছে, টিকিট নিয়ে কেন এরকম অস্বচ্ছতা থাকবে? সব মিলিয়ে, খোনি শহরে আসার আগেই খোনি ম্যাচের টিকিট নিয়ে উত্তপ্ত সিএবি।

ওপেনিং জুটি নিয়ে চিন্তায় নাইটরা

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিলঃ দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে এ বারের আইপিএলে নিজেদের ষষ্ঠ ম্যাচে খেলতে নেমেছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। কিন্তু ওই ম্যাচের পরও দেখা গেল এখনও ওপেনিং জুটি খুঁজে পেল না কেকেআর। ছ’টি ম্যাচেই ব্যর্থ কলকাতার ওপেনিং জুটি। যাঁরাই খেলতে নামুন না কেন রান পাননি। আর ওপেনিংয়ের এই সমস্যা ডোবাচ্ছে নাইটদের।

প্রথম ম্যাচে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে কেকেআরের হয়ে ওপেন করতে নেমেছিলেন রহমানুল্লা গুরবাজ ও মনদীপ সিংহ। প্রথম উইকেটে তাঁরা করেছিলেন মাত্র ১৩ রান। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের বিরুদ্ধে বদলে যায় জুটি। গুরবাজের সঙ্গে ওপেন করতে নামেন বেক্‌টেশ আয়ার। তাঁরা প্রথম উইকেটে করেন ২৬ রান।

গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে তৃতীয় ম্যাচে আবার বদলে যায় কেকেআরের ওপেনিং জুটি। এ বার গুরবাজের সঙ্গী হন নারায়ণ জগদীশন। তাঁরা প্রথম উইকেটে করেন ১১ রান। পরের দু’ম্যাচে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ও মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে গুরবাজ-জগদীশন জুটিকে নামায় কেকেআর। হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে শূন্য ও মুম্বাইয়ের বিরুদ্ধে ২০ রান ওঠে প্রথম উইকেটে।

লাগাতার ওপেনিং জুটি ব্যর্থ হওয়ায় দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে পুরো ওপেনিং জুটি বদলে যায় কলকাতা। এ বার ওপেন করতে নামেন জেসন রয় ও লিটন দাস। জুটি বদলে গেলেও ছবিটা বদলায়নি। দিল্লির বিরুদ্ধেও ওপেনিং জুটিতে মাত্র ১৫ রান ওঠে।

ওপেনিং জুটি ব্যর্থ হওয়ায় শুরুতেই চাপে পড়ে যাচ্ছে কলকাতা। পাওয়ার প্লে-র মধ্যে উইকেট হারিয়ে রানের গতি কমে যাচ্ছে। তার ফলে পরের দিকে বেশি রান করতে পারছে না তারা। তার খেসারত দিতে হচ্ছে। ৫ ম্যাচে মাত্র ২টিতে জিতে পয়েন্ট তালিকায় আট নম্বরে কেকেআর। এখন দেখার সাত নম্বর ম্যাচেরও ছবিটা একই রকম থাকে কি না।

কেকেআরের হারের সব দায় নিয়ে বোলারদের পিঠ চাপড়ালেন নীতিশ



নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিলঃ কলকাতা নাইট রাইডার্স একেবারেই ভালো হচ্ছে নেই। বৃহস্পতিবার দিল্লি ক্যাপিটালসের কাছে নাস্তানাবুদ হয়ে হারের হ্যাটট্রিক করে ফেলল তারা। মূলত ব্যাটিং ব্যর্থতার জন্যই হারতে হচ্ছে কেকেআর-কে। দিল্লির কাছে হারের পর নাইট অধিনায়ক নীতিশ রানা পুরো দায় নিজের ঘাড়েই তুলে নিনেন। যদি আমরা এ ভাবে বোলিং এবং লড়াই চালিয়ে যেতে পারি। ওরা (ডিসি) পাওয়ারপ্লেতে সতিই ভালো খেলেছে। সেখানেই ওরা ম্যাচটি জিতে গিয়েছিল। দল হিসেবে আমাদের ভালো খেলতে হবে। আমাদের আজকের মতো বোলিং করতে হবে, আমরা যদি ঠিকঠাক পরিকল্পনা করতে পারি, আমার ধারণা আমরা আরও ভালো লড়াই করতে পারব। বৃহস্পতিবার দলে একাধিক পরিবর্তন করেছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। কিন্তু ভাগ্য বদলাতে পারেনি। দিনের পর দিন ব্যর্থ হওয়া রহমানুল্লাহ গুরবাজকে বসিয়ে বোলাররা কিন্তু লড়াই করেছে।

১২৮ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে দিল্লি মাত্র ৪ বল বাকি থাকতে সেই লক্ষ্যে পৌঁছয়। তাও ৬ উইকেট হারিয়ে। নীতিশ বলছিলেন, বোলারদের কৃতিত্ব দিতে হবে। আমি মনে করি, আগামী ম্যাচগুলো আমাদের জন্য ভালো হবে। যদি আমরা এ ভাবে বোলিং এবং লড়াই চালিয়ে যেতে পারি। ওরা (ডিসি) পাওয়ারপ্লেতে সতিই ভালো খেলেছে। সেখানেই ওরা ম্যাচটি জিতে গিয়েছিল। দল হিসেবে আমাদের ভালো খেলতে হবে। আমাদের আজকের মতো বোলিং করতে হবে, আমরা যদি ঠিকঠাক পরিকল্পনা করতে পারি, আমার ধারণা আমরা আরও ভালো লড়াই করতে পারব। বৃহস্পতিবার দলে একাধিক পরিবর্তন করেছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। কিন্তু ভাগ্য বদলাতে পারেনি। দিনের পর দিন ব্যর্থ হওয়া রহমানুল্লাহ গুরবাজকে বসিয়ে বোলাররা কিন্তু লড়াই করেছে।

খেলানো হয়েছিল লিটন দাসকে। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন। এ দিন খেলানো হয়েছিল জেসন রয়কেও। যিনি ৪৩ রান করলেও নেন ৩৯ বল। উল্টো দিক থেকে একের পর এক ব্যাটার আউট হওয়ায় হাত খুলতেই পারছিলেন না জেসন রয়।

তিন নম্বরে ব্যাট করতে নেমে বেক্‌টেশ আইয়ার রানের খাতা খুলতে পারেননি। অধিনায়ক নীতিশ রানা নিজের ঘরের মাঠে করেন মাত্র ৪ রান। মনদীপ সিংহ (১২), রিঙ্কু সিংহ (৬), সুনীল নারিরা (৪) চূড়ান্ত ব্যর্থ। জেসন একা চেষ্টা করে গেলেন রান করার, কিন্তু কোনও ব্যাটরাই সাহায্য করতে পারলেন না তাঁকে। আন্দ্রে রাসেলের অপরাজিত ৩৮ (৩১ বলে) কিছুটা অস্বস্তিকর। বাকিরা তুঁথবা। ২০ ওভারে ১০ উইকেট হারিয়ে ১২৭ রান করে কেকেআর। দিল্লির ইশান্ট শর্মা, কুলদীপ যাদব, অক্ষর প্যাটেল, এনরিখ নরকিয়া ২টি করে উইকেট নিয়েছেন। মুকেশ কুমার ১টি উইকেট নিয়েছেন।

রান তাড়া করতে নেমে দিল্লিও যে আহমরি ব্যাটিং করেছেন, সেটা একেবারেই নয়। তবে ডেভিড ওয়ার্নারের ৫৭ (৪১ বলে), মণিশ পাণ্ডুর ২১ (২৩ বলে) এবং অক্ষর প্যাটেলের অপরাজিত ১৯ (২২ বলে) দিল্লিকে জয় এনে দিতে সাহায্য করে। ৪ বল বাকি থাকতে ৪ উইকেটে জয় পায় দিল্লি। কলকাতার বরুণ চক্রবর্তী, নীতিশ রানা, অনুকূল রায় ২টি করে উইকেট নিয়েছেন।

নাইটদের হারের জন্য দায়ী লিটন!

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ কেকেআরের হয়ে প্রথম ম্যাচটা মোটেও স্মরণীয় হল না লিটন দাসের। দ্রুতই এই ম্যাচের স্মৃতি ভুলে যেতে চাইবেন বাংলাদেশের তারকা ক্রিকেটার। ব্যাট হাতে রান পাননি। উইকেটের পিছনে মোক্ষম সময়ে স্ট্যাম্পিংয়ের সুযোগ নষ্ট করেন লিটন। দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচটা জেতার পরে কেকেআর-ভক্তদের কটাক্ষের শিকার হন বাংলাদেশের ক্রিকেটার। সোশ্যাল মিডিয়ায় লিটনকে ট্রোল করা হয়। কেকেআরের হারের পিছনে দায়ী লিটন, এমন কথাও লেখেন নেটিজেনরা।

কুমারকে পুল মারতে গিয়ে ললিত যাদবের হাতে ধরা পড়েন লিটন। উইকেট কিপিংয়ের সময়ে ভুল করে বসেন তিনি। কলকাতার রান তাড়া করতে নেমে দিল্লির ইনিংসের ১৮-তম ওভারের দ্বিতীয় বলে ললিত যাদবকে স্ট্যাম্প করার সুযোগ হাতছাড়া করেন লিটন। পরের ওভারে অক্ষর প্যাটেলকে স্ট্যাম্প করতে ব্যর্থ হন তিনি। অক্ষর এবং ললিত অপরাজিত থেকে ম্যাচ জিতিয়ে দেন দিল্লি ক্যাপিটালসকে। তার পরই লিটনকে ছেড়ে কথা বলেননি নেটিজেনরা। সোশ্যাল মিডিয়ায় এক ভক্ত লেখেন, লিটন দাসের সঙ্গে খোনির তুলনা করা হয়। আরেক ভক্ত লেখেন, লিটন দাস, কুলবন্ত দুঃস্থপ। উইকেটের পিছনে লিটন দাসকে অত্যন্ত হতস্ত্রী এবং মন্থর দেখিয়েছে। ম্যাচটাও হারতে হয়েছে।

এখনও উন্নতির জায়গা রয়েছে, জয়ের পরে বললেন বিরাট

মোহালি, ২১ এপ্রিলঃ ১৬তম আইপিএলে চ্যাম্পের পর চমক দেখা যাচ্ছে। ২০২০ সালের বিশ্বকাপের আগেই বিরাট কোহলি যোগা করেছিলেন আর আরসিবির ক্যাপ্টেনি সামলাবেন না তিনি। কিন্তু চলতি আইপিএলে হঠাই কোহলিকে দেখা গেল আরসিবিকে নেতৃত্ব দিতে। ফাফ ডু’প্লেসি খেলেন, তাও ক্যাপ্টেন হিসেবে দেখা গেল কোহলিকে। ৫৫৬ দিন পর আরসিবিকে নেতৃত্ব দিলেন কিং কোহলি। শুধু নেতৃত্বই দিলেন না। গড়লেন বেশ কয়েকটি রেকর্ড এবং জিতল আরসিবি। দল জয়ে ফেরায় খুশি বিরাট কোহলি। কিন্তু পয়েন্ট টেবলে নিজেদের জায়গা নিয়ে খুব বেশি ভাবতে নারাজ ভিকো ম্যাচের শেষে কী বললেন কিং কোহলি?

চলতি আইপিএলে ৬টি ম্যাচে খেলে ৩টি জয় ও ৩টি হার জুড়েছে আরসিবির কপালে। বৃহস্পতিবারের ভাবল হেডারের প্রথম ম্যাচের শেষে পাঁচ নম্বরে উঠেছিল আরসিবি। ম্যাচের শেষে আমরা যেমন একটা জয়ে আমরা যেমন অপ্রতিরোধ্য হয়ে যাচ্ছি না, তেমনই একটা ম্যাচ হারলেও আমরা খারাপ দল হয়ে যাচ্ছি না। আর আজকের



আগে লিগে আমরা যে জায়গায় ছিলাম তাতে আমরা খারাপ দল ছিলাম তেমনটাও বলা যায় না। পয়েন্ট টেবলের অবস্থান দলের মেজাজটা তুলে ধরতে পারে না। বিশেষ করে যখন আপনি মাত্র পাঁচটি বা ছ’টি ম্যাচে খেলেছেন। আমাদের উন্নতি করার অনেক জায়গা রয়েছে।

যতটা সম্ভব এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছিলাম। যাতে আমরা অতিরিক্ত ২০ রান যোগ করে দিতে পারে। আমরা (বিরাট-ফাফ) যদি আরও কয়েকটা ওভার ক্রিকেট থাকতে পারতাম তা হলে ১৯০-২০০ রানের টার্গেট দিতে পারতাম। তাও এই পিচে ১৭৫ রানটা ভালো শেষে কোহলি বলেন, একটা জয়ে আমরা যেমন অপ্রতিরোধ্য হয়ে যাচ্ছি না, তেমনই একটা ম্যাচ হারলেও আমরা খারাপ দল হয়ে যাচ্ছি না। আর আজকের

ফিল্ডিংও দুর্দান্ত ছিল। মোহালিতে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে বিরাট কোহলি ওপেনিংয়ে ফাফ ডু’প্লেসির সঙ্গে শতরানের পার্টনারশিপ গড়েন। ৯৭ বলে ১৩৭ রান করে কোহলি-ডু’প্লেসি জুটি। ৪৭ বলে ৫৯ রানের ইনিংস উপহার দেন বিরাট কোহলি। আর এই ইনিংসের সুবাদেই কোহলি বেশ কয়েকটি রেকর্ডও গড়ছেন। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে বিরাট কোহলি অধিনায়ক হিসেবে ৬৫০০ রানের মাইলকল পার করেন। তিনিই প্রথম ক্রিকেটার যিনি অধিনায়ক হিসেবে এই মাইলস্টোন অর্জন করলেন। একইসঙ্গে প্রথম অধিনায়ক হিসেবে বিরাট টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ১০০ বার ৩০ রানের গণ্ডি পার করার রেকর্ড গড়ছেন। এ ছাড়া তিনি শিখর ধাওয়ানের পর মাত্র দ্বিতীয় ব্যাটার হিসেবে আইপিএলে ৬০০টি চার মারলেন বিরাট কোহলি। পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবারের ম্যাচে পাঁচটি চার হাঁকিয়ে এই মাইলকলক স্পর্শ করেন কোহলি। তিনি এখনও অবধি আইপিএলে মোট ৬০৩টি চার মেরেছেন।

কঠোর পরিশ্রমের ফল পেলাম ঃ সিরাজ

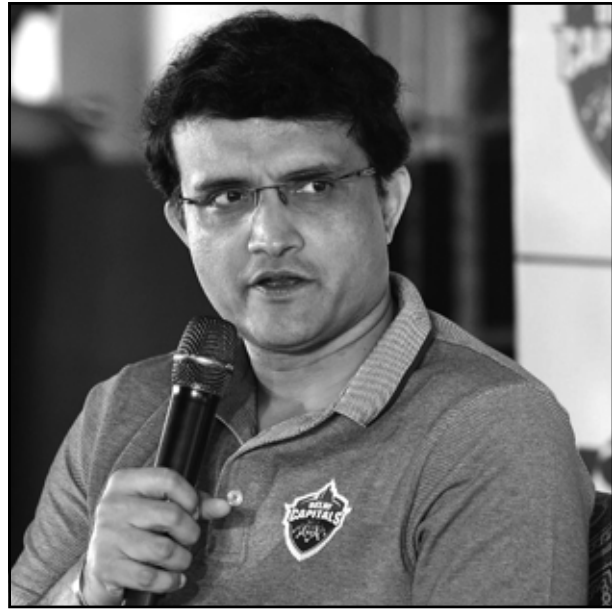
বেঙ্গালুরু, ২১ এপ্রিলঃ এই মুহূর্তে ভারতীয় সিনিয়র ক্রিকেট দলের অন্যতম ভরসা যোগ্য পেসার মহম্মদ সিরাজ। লাল বলের ক্রিকেট হোক কিংবা সাদা বলের ক্রিকেট দুই ফর্ম্যাটেই চুটিয়ে খেলছেন তিনি। চলতি আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের হয়ে খেলছেন তিনি। বল হাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন এই ডানহাতি পেসার। আরসিবির জয়ে এ দিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তিনি। তাঁর পারফরম্যান্সের কারণেই এ দিন ম্যাচ সেরা নির্বাচিত করা হয় তাঁকে।

ম্যাচ সেরা হওয়ার পরে মহম্মদ সিরাজ জানিয়েছেন, প্রথম বলটা এ দিন একটু শর্ট বল করি। এরপরেই আমি উপলব্ধি করি বল সুইং করতে আমাকে ফুল লেংগে বল করতে হবে। আর প্রথম উইকেট নেওয়ার ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনাই কাজ দিয়েছে। লকডাউনটা আমার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই সময়ে কঠোর অনুশীলন করেছি। নিজের ভুল শুধরাতে পেরেছি। আমার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করেছি। আমার ফিটনেসের উপর কাজ করেছি। আমার বোলিং নিয়ে তো দিন রাত কাজ করেছি। আর এখন তার সুফল পাচ্ছি। খেলার প্রতিটি বিভাগেই আমি সবসময় উন্নতির জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। কারণ আমি জানি যে কোন উপায়ে দলের হয়ে যোগদান করতে পারাটা গুরুত্বপূর্ণ। আমি নিজেকে বরাবর মোটামুটি ভালো ফিল্ডার মনে করেছি। মিসফিল্ডিং হতেই পারে তবে আমি ফিল্ডিংকে নিয়ে খুব সিরিয়াস।

প্রসঙ্গত এ দিন মোহালিতে প্রথমে ব্যাট করে আরসিবি নির্ধারিত ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ১৭৪ রান করে। ফাফ ডু’প্লেসি মাত্র ৫৬ বলে ৮৪ এবং এ দিনের অধিনায়ক বিরাট কোহলি ৪৭ বলে ৫৯ রান করেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে শিখর ধাওয়ানহীন পাঞ্জাব ১৫০ রানেই হারজানতে উঠে যায়। প্রভাসিমরান সিং ৪৬ এবং জিতেশ শর্মা ৪১ রান করেন এদিন। মহম্মদ সিরাজ চার ওভার বল করে ২১ রান দিয়ে নেন চারটি উইকেট।

দিল্লি জিতলেও ব্যাটিং নিয়ে চিন্তায় সৌরভ

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিলঃ অবশেষে জয় পেল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের দিল্লি ক্যাপিটালস। টানা পাঁচ ম্যাচে হারের পর সৌরভই বলেছিলেন, পরের নয় ম্যাচ জিতবে দিল্লির টিম। সেই সঙ্গে তারা প্লে-অফেও পৌঁছবে। সেই অভিযানই বৃহস্পতিবার সফল ভাবে শুরু করল দিল্লি। কলকাতা নাইট রাইডার্সকে হারিয়ে ২০২৩ আইপিএলে প্রথম জয়ের মুখ দেখল তারা। প্রথমে ব্যাট করে ১২৭ রান তুলেছিল কেকেআর। সেই রান ৬ উইকেটে তুলে নিল দিল্লি।



কলকাতার রানের গতি একেবারে থমকে যায়। পাশাপাশি একের পর এক উইকেটও হারতে থাকে তারা। মাত্র ১২৭ রানে নাইটরা অলআউট হয়ে যায়। জেসন রয়ের ৪৩ রান (৩৯ বলে) ছাড়া বাকিদের অবস্থা তুঁথবা। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আন্দ্রে রাসেলের। অপরাজিত ৩৮ (৩১ বলে)। এ ছাড়া দুই অক্ষর ঘরে পৌঁছেছেন মনদীপ সিং। করেছেন মাত্র ১২ রান (১১ বলে)। ২০ ওভারে ১০ উইকেট হারিয়ে ১২৭ রান করে কেকেআর।

রান তাড়া করতে নেমে দিল্লিও যে আহমরি ব্যাটিং করেছেন, সেটা একেবারেই নয়। তবে ডেভিড ওয়ার্নারের ৫৭ (৪১ বলে), মণিশ পাণ্ডুর ২১ (২৩ বলে) এবং অক্ষর প্যাটেলের অপরাজিত ১৯ (২২ বলে) দিল্লিকে জয় এনে দিতে সাহায্য করে। ৪ বল বাকি থাকতে ৪ উইকেটে জয় পায় দিল্লি। কলকাতার বরুণ চক্রবর্তী, নীতিশ রানা, অনুকূল রায় ২টি করে উইকেট নিয়েছেন।

ম্যাচের পর দিল্লি ক্যাপিটালসের ক্রিকেট ডিরেক্টর সৌরভ উচ্ছ্বসিত। তিনি বলেন, জিততে পেরে খুশি। আমি ডাগআউটে বসে ভাবছিলাম যে, এটা আমার ২৫ বছর আগে প্রথম টেস্টে রান পাওয়ার মতো (মরণশ্রমের প্রথম পয়েন্ট পাওয়ার চাপ সম্পর্কে)। আমরা আজ (বৃহস্পতিবার) ভাগ্যবান ছিলাম। তবে সৌরভ বোলারদের পারফরম্যান্সে খুশি হলেও, হতাশা প্রকাশ করেছেন ব্যাটারদের নিয়ে। মাত্র ১২৮ রান তাড়া করতে নেমে দিল্লি ১৯.২ ওভার নিয়ে নেয়। মাত্র ৪ বল বাকি থাকতে তারা জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছয়।

সৌরভ তাই বলছেন, এই মরণশ্রমে এর আগেও আমরা ভালো বোলিং করেছি। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ব্যাটিংয়ে। আমাদের নিজস্বের ভুলত্রুটিগুলো খুঁজতে হবে। এবং দেখতে হবে কী ভাবে আমরা আরও ভালো করতে পারি। স্পিনাররা ভালো বোলিং করেছে। আমি জানি আমরা ভালো খেলিনি এবং আরও ভালো ব্যাট করার পথ খুঁজতে হবে। আমাদের ছেলেদের কঠোর প্রশ্রম

পাঞ্জাবের হয়ে খেলতে চেয়েছিলেন হরভজন

মুম্বাই, ২১ এপ্রিলঃ কেরিয়ারের শেষ দু-তিন বছর পাঞ্জাবের হয়ে খেলতে চেয়েছিলেন হরভজন সিং। নিজেই তা স্বীকার করলেন। আইপিএলে ১৬৩টি ম্যাচ থেকে দেড়শো উইকেটের মালিক ভাঙ্জি। মেগা টুর্নামেন্টে বেশিরভাগ সময়ই মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে খেলেছেন হরভজন। চেন্নাই সুপার কিংস ও কলকাতা নাইট রাইডার্সের জার্সিও চাপিয়েছিলেন পাঞ্জাব তনয়। সেই হরভজন এখন ধারাবাহিক। তাঁকেই জিজ্ঞাসা করা হয়, মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে খেলে তিনি কি খুশি ছিলেন? নাকি পাঞ্জাব কিংসের হয়ে খেলতে চেয়েছিলেন?



নিজের বোলিং দক্ষতা প্রয়োগ করতে চেয়েছিলাম। মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে তিনবার আইপিএল খেতাব জেতেন হরভজন। শতিন তেতুলকরের সঙ্গে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স খেলার সময় এক অন্য ধরনের এনার্জি কাজ করত বলে উল্লেখ করেন হরভজন। ভাঙ্জি বলেন, মুম্বাইয়ের হয়ে যে ১০ বছর খেলেছি, তা স্মরণীয়। দারুণ সব স্মৃতি। মুম্বাইয়ের হয়ে আমি তিনটি ট্রফি জিতেছিলাম। সেই মুহূর্তগুলো সারাজীবন মনে থাকবে। মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স অনেক বড় দল। তার উপরে শতিন তেতুলকরের সঙ্গে খেলা। এনার্জি লেভেল অন্য এক পর্যায়ে পৌঁছে যেত।